পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ২৫ (বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা) (সমাপ্তঃ জুন,২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
-মোট -টাকা -প্রকল্প সাহায্য	-মোট -টাকা -প্রকল্প সাহায্য	-মোট -টাকা -প্রকল্প সাহায্য					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৬৭৯৭৬.০০ ২০৯৯৬.০০ ৪৬৯৮০.০০	৮১৫৬৫.৪৬ ২৩৯২৯.২৪ ৫৭৯৩৬.২২	৮১৩৭৭.৬৬ ২৩৪৪২.০০ ৫৭৯৩৫.৬৬	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন,২০০৯	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন,২০১০	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন,২০১০	১৩৪০১.৬৬ (১৯.৭১%)	১ বছর (১৬.৬৭%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	**পূর্ত কাজঃ**					
(ক)	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	১১৫০	৩৬১১৩.৩৮	১১৫০ (১০০%)	৩৬১০৩.৯১ (৯৯.৯৭%)
(খ)	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	৯৯	২২৫২.০০	৯৯ (১০০%)	২২৫১.৬০ (৯৯.৯৮%)
(গ)	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৭৫৫০	১৬২১০.১২	৭৫৫০ (১০০%)	১৬২০৯.৪৯ (৯৯.৯৯%)
(ঘ)	গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	৬৮	২৩৫০.০০	৬৮ (১০০%)	২৩৫০.০০ (১০০%)
(ঙ)	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৪৩১০.০০	১০০ (১০০%)	৪৩১০.০০ (১০০%)
(চ)	ঘাট উন্নয়ন	সংখ্যা	৮৯	১৫০০.০০	৮৫ (৯৫.৫০ %)	১৫০০.০০ (১০০%)
(ছ)	**বৃক্ষরোপণ**	কিঃ মিঃ	৮০০	৭২০.০০	৭২০ (৯০%)	৭২০.০০ (১০০%)
২।	ইউসি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (জিটিজেড অংশ)	সংখ্যা	১০২	১০৪০.০০	১০৫ (১০২.৯৪ %)	১০৪০.০০ (১০০%)

৩।	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি					
(ক)	নির্মাণ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৬৫	১৩৯৫.৫০	১৬৫ (১০০%)	১৩৯৫.৫০ (১০০%)
(খ)	মোটরযান (জীপ-১১টি, পিক-আপ-১৬টি, মোটরসাইকেল ২৩০টি, বাই-সাইকেল ২৫০টি)	সংখ্যা	৫০৭	৫৪০.৩০	৫০৭ (১০০%)	৫৪০.৩০ (১০০%)
(গ)	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৫৮৭	১৭৫.০০	৫৮৭ (১০০%)	১৭৫.০০ (১০০%)
(ঘ)	ছোট ফেরী	সংখ্যা	৩	৬৫২.৭৭	৩ (১০০%)	৬৫২.৭৭ (১০০%)
৪।	ওএন্ডএম-এর জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি	থোক	-	৭৬১.৮৬	-	৭০৩.৭২
৫।	জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	২৩	৩৫০.০০	২৩ (১০০%)	৩৫০.০০ (১০০%)
৬।	জনবল					
(ক)	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	জন	২৪৬	১৭৯৫.৬৮	২৪৬ (১০০%)	১৬৭৭.৬৮ (১০০%)
(খ)	অফিস ব্যয় (D&SC VAT & IT)	থোক	-	৯৮৩.৩৫	-	৯৮৩.৩০ (৯৯.৯৯%)
(গ)	সার্ভে এন্ড স্টাডি (জিটিজেড অংগ)	থোক	-	২৫০.০০	-	২৪৯.৪০
(ঘ)	প্রশিক্ষণ (জিটিজেড অংগের)	জনমাস	১৫২৩৩৫	১৪৪০.০০	১৫২৩৩৫ (১০০%)	১৪৩৯.৬৩ (৯৯.৯৭%)
৭।	সিডি ভ্যাট	থোক	-	৪১২.৫০	-	৪১২.৫০ (১০০%)
৮।	কনসালটেন্সী (ডিএন্ডএস কন্সালটেন্ট)	জনমাস	১৩৭২	৩৩৪৫.০০	১৩৭২ (১০০%)	৩৩৪৫.০০ (১০০%)
৯।	প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ কন্সালটেন্ট (জিটিজেড অংগ)	জনমাস	৮৯২	৩১৯০.০০	৮৯২ (১০০%)	৩১৯০.০০ (১০০%)
১০।	সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য (এডিবি, কিএফডব্লিউ ও জিটিজেড-এর জন্য)	থোক	-	১৭৭৮.০০	-	১৭৭৭.৮৬ (৯৯.৯৯%)
	সর্বমোটঃ		১০০%	৮১৫৬৫.৪৬	১০০%	৮১৩৭৭.৬৬ (৯৯.৭৭%)

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের অধীনে ৪টি ঘাট উন্নয়ন, ৮০ কিঃমিঃ বৃক্ষরোপণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে উল্লিখিত খাতগুলোতে অর্থের অপ্রতুলতার জন্য অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় কৃষি এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; গ্রোথ সেন্টারসমূহের ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি/উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্য বাজারজাত সহজীকরণ ও কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান; উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা; গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন এবং পল্লী অর্থনীতির বিকাশ ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ

(ক) ফিডার সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; (খ) পরিবহণ ব্যয় হ্রাস, উন্নতর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা, উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য কৃষি ও অ-কৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা; (গ) এলজিইডি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাট-বাজার ও ঘাট সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়তা এবং (ঘ) বৃক্ষরোপণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিতকরণ।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** মূল প্রকল্পটির পিসিপি ৬৭৯৭৬.০০ লক্ষ টাকা [জিওবি ২০৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (ADB, KFW, GTZ) ৪৬৯৮০.০০ লক্ষ টাকা] প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২৪/০৩/২০০৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় জুন,২০০৩ হতে জুন,২০০৯ পর্যন্ত। বিনিময় হারের পরিবর্তন, ভৌত অবকাঠামোর হ্রাস/বৃদ্ধি, সিডর-২০০৭ এ প্রকল্পের কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং জিটিজেড কর্তৃক Institutional Support & Training (IST) Consultant অংগের অনুদান ২.৫০ মিলিয়ন ইউরো বৃদ্ধির কারণে মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে ১ম সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮১৫৬৫.৪৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ২৩৯২৯.২৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৭৯৩৬.২২ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন,২০১০ -এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক গত ৩১/০৩/২০১১ তারিখে যশোর, ০১/০৪/২০১১ তারিখে ঝিনাইদহ, ০২/০৪/২০১১ তারিখে মাগুরা, ২৯/০৪/২০১১ পটুয়াখালী এবং ৩০/০৪/২০১১ তারিখে বরগুণা জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশি-ষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশি-ষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৯.১। **পরিদর্শন অংশঃ**

যশোর জেলাঃ এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি সড়ক, ১টি বাজার ও ১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক, বাজার ও ইউপি কমপ্লেক্স ভবন-এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১) (২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। হৈবতপুর আরএইচডি-হাসিমপুর জিসিসি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৫০০০ মিটার) খ) ৫০০০ মিঃ	ক) ২১৪.৩৭ খ) ২১৪.২৯ গ) ১৯৭.১২ ঘ) ১০০%	ক) ৩১/০৫/২০০৪ খ) ২৩/০৮/২০০৫ গ) মোঃ গোলাম রেজা	এটি একটি উপজেলা সড়ক। সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ১০০৪৩ মিটার যা দুটি কার্যাদেশ/চুক্তির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ ২০০৫ সালে সমাপ্ত করা হয়েছে। দীর্ঘ এ সড়কটি ১২ ফুট পেভডথ, দুপাশে (৩+৩)=৬ ফুট হার্ড সোল্ডার এবং (৩+৩)=৬ ফুট মাটির সোল্ডারসহ মোট ২৪ ফুট প্রশস্ততায় অর্থাৎ উপজেলা সড়কের স্পেসিফেকেশন অনুযায়ী সড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। নির্মিত এ সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।
২। হৈবতপুর আরএইচডি-হাসিমপুর জিসিসি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৫০০০-৫০৪৩ মিটার) খ) ৫০৪৩ মিঃ	ক) ২১২.৮৪ খ) ২১২.৭৪ গ) ১৯৭.৭৩ ঘ) ১০০%	ক) ১৬/০৬/২০০৪ খ) ০৮/০৯/২০০৫ গ) এম/এস বনান্তর ট্রেডিং কর্পোরেশন	
৩। হৈবতপুর বাজার উন্নয়ন	ক) ৯৫.৯৪ খ) ৯৫.৯২ গ) ৯১.২৫ ঘ) ১০০%	ক) ৩১/১২/২০০৫ খ) ৩১/০৩/২০০৭ গ) মোঃ গোলাম রেজা	হৈবতপুর বাজারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বাজার। বাজারটিতে ৪টি মাল্টিপারপাস সেড, ২টি ফিশ সেড, ওমেন্স কর্ণার (১২টি দোকান), ডাস্টবিন, ২টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন, অভ্যন্তরীন সড়ক (এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন), ড্রেন, এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। সাব-মার্জিবল পাম্প দ্বারা ২১০০০ লিটার ক্যাপাসিটির

			ওভারহেড ট্যাংকে পানি উত্তোলন করা হয়। এ উত্তোলিত পানি পুরো বাজার এবং হৈবতপুর ইউনিয়ন পরিষদে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রায় ২০০/২৫০ মিটার দূরে বেশ বড় আকারের ওপেন ইয়ার্ড (ইটের সলিং) এবং অফিস রুম নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে অত্র এলাকার সকল কাঁচামালের পাইকারী বেচা-কেনা হয় এবং বড় বড় শহরে এ সকল কাঁচামাল সরবরাহ হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ওমেন্স কর্ণারের মহিলাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, এ সকল দোকান বরাদ্দ পেয়ে তা অনেকটা সাবলম্বি হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বাজারটি সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে বিধায় বেচা-কেনা ভাল হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে সকল দোকাল খোলা দেখা গেছে।
৪। হৈবতপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	ক) ৪০.২০ খ) ৪০.১৭ গ) ৩৯.৮৭ ঘ) ১০০%	ক) ১৭/০৮/২০০৬ খ) ১৬/১১/২০০৭ গ) একে সরফুদ্দিন	এ ইউপি কমপেস্নক্সে একটি মূল ভবন (তিন রুম বিশিষ্ট) এবং একটি সম্প্রসারিত ভবন (৭টি রুম) নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির চারপাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই, বৈদ্যুতিক কাজ, ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে। ভবনটিতে কৃষি, আনসার ভিডিপি, ডিপিএইচই, মহিলা সদস্যরুম, বাংলাদেশ পল-X উন্নয়ন বোর্ড, চিকিৎসা সেবার (মা ও শিশুদের টিকা) জন্য অফিস কক্ষ হিসেবে তা ব্যবহার করা হয়। তবে বরাদ্দকৃত এ অফিস কক্ষগুটি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভবনটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

৯.২। **ঝিনাইদহ জেলা :** এ জেলায় সম্পাদিত কাজের আওতায় ২টি সড়ক ও ১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত সড়ক ও ইউপি কমপ্লেক্স ভবন -এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। নারিকেল বাড়িয়া-কালিগঞ্জ বাজার- সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ১১৩৩৪-১৫৬০০ মিঃ) খ) ৪১৩৪ মিঃ	ক) ১৩৮.৪৬ খ) ১৩৬.৫৭ গ) ১৩৬.৩৪ ঘ) ১০০%	ক) ১০/০৬/২০০৪ খ) ০২/০৮/২০০৫ গ) এম/এস জামান বিল্ডার্স	এটি একটি উপজেলা সড়ক। সড়কটি ১২ ফুট পেভডথ, দুপাশে (৩+৩)=৬ ফুট হার্ড সোল্ডার এবং (৩+৩)=৬ ফুট মাটির সোল্ডারসহ মোট ২৪ ফুট প্রশস্ততায় নির্মাণ কাজ ২০০৫ সালে সমাপ্ত করা হয়েছে। বর্তামানে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সড়কটি সিলকোট দ্বারা মেরামত করা হয়েছে। নির্মিত এ সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।
২। রায়গ্রাম ইউপি সংযোগ সড়ক নির্মাণ (কালভার্টসহ) (চেইঃ ০০-২৯৮০ মিঃ) খ) ২৯৮০ মিঃ	ক) ৭৩.৫০ খ) ৭৩.১০ গ) ৭৩.০৯ ঘ) ১০০%	ক) ০২/০৮/২০০৫ খ) ১৬/১১/২০০৬ গ) এম/এস জহিরুল লিমিটেড	এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির ৪/৫টি স্থানে সোল্ডারে মাটি প্রয়োজন। সড়কটির কার্পেটিং কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সড়কটি সিলকোট দ্বারা মেরামত করা হয়েছে।
৩। রায়গ্রাম ইউনিয়ন	ক) ৩৯.৪৬	ক) ২৩/০৮/২০০৫	এ ইউপি কমপ্লেক্সে একটি মূল ভবন (তিন রুম বিশিষ্ট)

পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	খ) ৩৯.৪৬ গ) ৩৯.২৫ ঘ) ১০০%	খ) ১৬/১১/২০০৬ গ) সাইন্টিফিক কন্সট্রাকশন	এবং একটি সম্প্রসারিত ভবন (৭টি রুম) নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির চারপাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই, বৈদ্যুতিক কাজ, ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে। ভবনটিতে কৃষি, আনসার ভিডিপি, ডিপিএইচই, মহিলা সদস্যরুম, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, চিকিৎসা সেবার (মা ও শিশুদের টিকা) জন্য অফিস কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হলেও একমাত্র কৃষি অফিস ব্যতিত অন্য কোন অফিস কক্ষ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নির্মিত ভবনটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

৯.৩। **মাগুরা জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৬ টি সড়ক ও ২ টি বাজার পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ও বাজারের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১) (২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। ক) কাটাখালী জিসি-শত্রুজিতপুর জিসি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৫৫৪৭ মিঃ) খ) ৫৫৪৭ মিঃ	ক) ১৭০.৮২ খ) ১৬৯.৬৫ গ) ১৬৫.৮৪ ঘ) ১০০%	**ক) ০৬/০৬/২০০৫ খ) ০৫/১২/২০০৬** গ) এম/এস মোল্লা ট্রেডিং	এটি একটি উপজেলা সড়ক। সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ১১,২৫২ মিটার যা দুটি কার্যাদেশ/চুক্তির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ ২০০৬ সালে সমাপ্ত করা হয়েছে। দীর্ঘ এ সড়কটি ১২ ফুট পেভডথ, দুপাশে (৩+৩)=৬ ফুট হার্ড সোল্ডার এবং (৩+৩)=৬ ফুট মাটির সোল্ডারসহ মোট ২৪ ফুট প্রশস্ততায় অর্থাৎ উপজেলা সড়কের স্পেসিফেকেশন অনুযায়ী সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটি নির্মিত হওয়ায় মাগুরা-যশোর আরএইচডি সড়ক হতে কাটাখালি হাইস্কুল, জগদাল বাজার, জগদান ইউপি অফিস, জগদাল প্রাইমারী ও হাইস্কুল, শত্রুজিৎপুর জিসি এবং শত্রুজিতপুর ইউপি অফিসকে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। নির্মিত এ সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।
২। ক) কাটাখালী জিসি-শত্রুজিতপুর জিসি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৫৫৪৭-১১২৫২ মিঃ) খ) ৫৭০৫ মিঃ	ক) ১৯৭.৬৮ খ) ১৯৭.৬০ গ) ১৯৬.৯৭ ঘ) ১০০%	**ক) ০৬/০৬/২০০৫ খ) ০৫/১২/২০০৬** গ) এম/এস রবিউল হক	

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩। ক) সিমাখালী-বুনাগাতী ভায়া হাজরাহাটি সড়ক উন্নয়ন	ক) ১২১.৬১ খ) ১২১.৬০ গ) ১১৯.৩৪	**ক) ২৫/০৫/২০০৪ খ) ১০/০১/২০০৫** গ) সিকদার মিজান	এটি একটি উপজেলা সড়ক। সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ১৩,৮০০ মিটার যা তিনটি কার্যাদেশ/চুক্তির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ ২০০৫ সালে সমাপ্ত করা হয়েছে।

(চেইঃ ০০-৫৫০০ মিঃ) খ) ৫৫০০ মিঃ	ঘ) ১০০%		স্পেসিফেকেশন অনুযায়ী সড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। সড়কটি নির্মিত হওয়ায় মাগুরা-যশোর আরএইচডি সড়ক হতে সিমাখালী বাজার, হাইস্কুল, শালিখা স্বাস্থ্য কমপে-ক্স, শালিখা পুলিশ ষ্টেশন ও টেকের বাজারের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। নির্মাণ পরবর্তীতে সড়কটিতে প্রচুর গর্তের (pot hole) সৃষ্টি হওয়ায় তা মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম থেকে মেরামত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ উপজেলা সড়কটির ০০-২৫০/৩০০ মিটার দূরে একটি পুরাতন কালভার্ট রয়েছে (১০ ফুট প্রশস্ত) যা অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিপূর্ণ কালভার্ট স্থলে উপজেলা সড়কমানে নতুন কালভার্ট নির্মাণ করা না হলে যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।
৪। ক) সিমাখালী-বুনাগাতী ভায়া হাজরাহাটি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৫৫০০-৯৭০০ মিঃ) খ) ৪২০০ মিঃ	ক) ১৩৭.২৩ খ) ১৩৭.২৩ গ) ১৩৭.১৩ ঘ) ১০০%	ক) ২৩/০৫/২০০৪ খ) ১০/০১/২০০৫ গ) এম/এস খান এন্ড ব্রাদার্স	
৫। ক) সিমাখালী-বুনাগাতী ভায়া হাজরাহাটি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৯৭০০-১৩৮০০ মিঃ) খ) ৪১০০ মিঃ	ক) ১৫১.৪৪ খ) ১৫১.৪৪ গ) ১৫১.২৬ ঘ) ১০০%	ক) ২৩/০৫/২০০৪ খ) ০৯/০১/২০০৫ গ) খান আবুল হোসেন	
৬। শ্রীপুর-কেষ্টপুর ভায়া রাধা নগর জিসি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৮০০০ মিঃ) খ) ৮০০০ মিঃ	ক) ১১৩.৬৪ খ) ১১৩.৫৭ গ) ১১২.৮২ ঘ) ১০০%	ক) ০৯/০৩/২০০৬ খ) ১৫/০৯/২০০৭ গ) এম/এস আকরাম এন্টারপ্রাইজ	এটি একটি উপজেলা সড়ক। সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ১৯,০০০ মিটার। তিনটি কার্যাদেশের মাধ্যমে সড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম কার্যাদেশের ৮,০০০ মিটার সড়ক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে দেখা যায়, সড়কটিতে প্রচুর গর্তের (pot hole) সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক জায়গায় কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। বর্তমানে সড়কটির মেরামত/সংস্কার প্রয়োজন।
৭। সিমাখালী বাজার উন্নয়ন	ক) ৩২.২৬ খ) ৩২.৪২ গ) ৩৪.৩২ ঘ) ১০০%	ক) ২১/০৭/২০০৫ খ) ০২/০১/২০০৬ গ) এম/এস আকরাম এন্টারপ্রাইজ	এ বাজারটিতে ১টি মাল্টিপারপাস শেড, ১টি মিট শেড, ১টি ফিশ শেড, ১টি টিউবওয়েল, অভ্যন্তরীন সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন এবং ওমেন্স কর্ণারে মহিলাদের জন্য ৮টি দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। বাজারের শেডগুলি সপ্তাহে দুদিন ব্যবহৃত হয় এবং বাকী ৫ দিন শেডের বাইরে মূল সড়কের পার্শ্বে খোলা জায়গায় বাজার বসে। এছাড়া মহিলাদের জন্য নির্মিত দোকানগুলি ৩ বার বরাদ্দ (পরিবর্তন সাপেক্ষক্ষ) দেয়া হলেও তাঁরা দোকান পরিচালনায় আগ্রহ প্রকাশ করেনি।
৮। কাটাখালী বাজার উন্নয়ন	ক) ২৫.০৬ খ) ২৫.০৬ গ) ২২.৮১ ঘ) ১০০%	ক) ২৫/০৫/২০০৫ খ) ০১/০৩/২০০৬ গ) এম/এস সুমি এন্টারপ্রাইজ	এ বাজারটিতে ১টি মাল্টিপারপাস শেড, ১টি মিট শেড, ১টি ফিশ শেড, ১টি টিউবওয়েল, অভ্যন্তরীন সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন এবং ওমেন্স কর্ণারে মহিলাদের জন্য ৮টি দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। বাজারের শেডগুলি সপ্তাহে দুদিন ব্যবহৃত হয় এবং বাকী ৫ দিন শেডের বাইরে মূল সড়কের পার্শ্বে খোলা জায়গায় বাজার বসে। বরাদ্দ প্রাপক মহিলাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, দোকানগুলি সড়ক ও মূল বাজারের একপার্শ্বে হওয়ায় বেচাকেনা কম হয়।

৯.৪। **পটুয়াখালী জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩ টি সড়ক ও ৩ টি ব্রীজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ও ব্রীজের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত

	(গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। পটুয়াখালী-বরিশাল আরএইচডি-মৌখরন জিসি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৪৭০০ মিঃ) খ) ৪৭০০ মিঃ	ক) ২১৩.০৬ খ) ২১১.০৪ গ) ২১০.৯৬ ঘ) ১০০%	ক) ০৪/০৬/২০০৫ খ) ৩০/০৬/২০০৮ গ) এম/এস সানরাইজ	এটি একটি উপজেলা সড়ক (০০-১২৯০০ মিটার)। সড়কটির নির্মাণ কাজ ৩টি কার্যাদেশের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মাণ পরবর্তীতে সিডবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় সড়কটির অনেক জায়গায় গর্তের (Pot-hole) সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক জায়গায় কার্পেটিং উঠে গেছে। বড় গর্তগুলো মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু ছোট ছোট গর্ত এবং উঠে যাওয়া কার্পেটিং স্থলগুলো অচিরেই মেরামত না করলে তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
২। পটুয়াখালী-বরিশাল আরএইচডি-মৌখরন জিসি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৪৭০০-৯০০০ মিঃ) খ) ৪৩০০ মিঃ	ক) ২০৪.০২ খ) ১৯৩.১৬ গ) ১৯২.৯৪ ঘ) ১০০%	ক) ০৪/০৬/২০০৫ খ) ৩০/০৬/২০০৮ গ) মোঃ মাহজুজ খান	
৩। পটুয়াখালী-বরিশাল আরএইচডি-মৌখরন জিসি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৯০০০-১২৯০০ মিঃ) খ) ৩৯০০ মিঃ	ক) ২১০.১২ খ) ১৮৬.৫১ গ) ১৮৫.২৬ ঘ) ১০০%	ক) ৩১/০৫/২০০৫ খ) ১৫/০৪/২০০৭ গ) এম/এস এল.এফ এন্টারপ্রাইজ	
৪। পটুয়াখালী-বরিশাল আরএইচডি-মৌখরন জিসি সড়কের ৪০০০ মিটার চেইনেজে ২৭.০০ মিটার, ৬৬০০ মিটার চেইনেজে ৩৬.০০ মিটার এবং ১০৯৫৭ মিটার চেইনেজে ২৭.০০ মিটারসহ মোট ৯০.০০ মিটার ব্রীজ (৩টি) নির্মাণ	ক) ১৯৪.৩৬ খ) ১৮০.৬৮ গ) ১৮০.৩৮ ঘ) ১০০%	ক) ১৯/০৭/২০০৫ খ) ৩০/০৬/২০০৮ গ) এম/এস এল.এফ এন্টারপ্রাইজ	পটুয়াখালী-বরিশাল আরএইচডি-মৌখরন জিসি সড়কের ৪০০০ মিটার চেইনেজে ২৭.০০ মিটার, ৬৬০০ মিটার চেইনেজে ৩৬.০০ মিটার এবং ১০৯৫৭ মিটার চেইনেজে ২৭.০০ মিটারসহ মোট ৯০.০০ মিটার ব্রীজ (৩টি) নির্মাণ নির্মাণ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজ তিনটি সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

৯.৫। **বরগুণা জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩ টি সড়ক ও ২ টি ব্রীজের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ও ব্রীজ -এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। বরগুণা-বাঁশবুনিয়া-চালিতাতলী বাজার সড়ক (চেইঃ ০০-৩৫৩৫ মিঃ) খ) ৩৫৩৫.০০ মিঃ	ক) ১১১.৮১ খ) ১০১.২০ গ) ৮৭.৯৪ ঘ) ১০০%	ক) ০২/০২/২০০৬ খ) ২৮/০২/২০০৮ গ) নুই-ই-আলম সিকদার	এটি একটি উপজেলা সড়ক (০০-১১১০০ মিটার)। সড়কটির নির্মাণ কাজ ৩টি কার্যাদেশের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মাণ পরবর্তীতে সিডবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় সড়কটির অনেক জায়গায় গর্তের (Pot-hole) সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক জায়গায় কার্পেটিং উঠে গেছে। বড় গর্তগুলো মেরামত করা
২। বরগুণা-বাঁশবুনিয়া-চালিতাতলী বাজার সড়ক	ক) ১৫৯.৩৭ খ) ১৪৯.৮৮	ক) ০৭/০২/২০০৬ খ) ৩০/০৬/২০০৮	

(চেইঃ ৩৫৩৫-৬৫৩৫ মিঃ) খ) ৩০০০.০০ মিঃ	গ) ১৪৯.১৮ ঘ) ১০০%	গ) এম/এস আল-মামুন এন্টারপ্রাইজ	হয়েছে। কিন্তু ছোট ছোট গর্ত এবং উঠে যাওয়া কার্পেটিং স্থলগুলো অচিরেই মেরামত না করলে তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৩। বরগুণা-বাঁশবুনিয়া-চালিতাতলী বাজার সড়ক (চেইঃ ৬৫৩৫-১১১০০ মিঃ) খ) ৪৫৬৫.০০ মিঃ	ক) ১৫৯.৩৭ খ) ১৫২.৮৩ গ) ১৪৯.০৭ ঘ) ১০০%	ক) ২৬/০১/২০০৬ খ) ৩০/০৬/২০০৮ গ) মোঃ মাহফুজ খান	
৪। বরগুণা-বাঁশবুনিয়া-চালিতাতলী বাজার সড়কে (৩৩.০০ মিটার ও ৩৯.০০ মিটার) ২টি ব্রীজ নির্মাণ	ক) ১৮৫.১৯ খ) ২১৫.৮২ গ) ২১৫.৭৩ ঘ) ১০০%	ক) ০৮/০১/২০০৬ খ) ১৫/১০/২০০৮ গ) এম/এস আমিন	বরগুণা-বাঁশবুনিয়া-চালিতাতলী বাজার সড়কে ৭২ মিটার (৩৩.০০ মিটার ও ৩৯.০০ মিটার) ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রীজ দুটির কাজের মান সন্তোষজনক অবস্থায় দেখা গেছে।

১১। **<u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u>**

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৮১৩৭৭.৬৬ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৩-২০০৪	২৭৭২.১০	৮০০.০০	১৯৭২.১০	৮০০.০০	২৭৭১.১০	৮০০.০০	১৯৭১.১০	১.০০
২০০৪-২০০৫	৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	০.০০
২০০৫-২০০৬	১৬৫৪৭.০০	৪৪৯৭.০০	১২০৫০.০০	৪৪৯৭.০০	১৬৫৪৭.০০	৪৪৯৭.০০	১২০৫০.০০	০.০০
২০০৬-২০০৭	১৭০০০.০০	৫০০০.০০	১২০০০.০০	৫০০০.০০	১৭০০০.০০	৫০০০.০০	১২০০০.০০	০.০০
২০০৭-২০০৮	২০০০০.০০	৬০০০.০০	১৪০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০.০০	১৪০০০.০০	০.০০
২০০৮-২০০৯	১৪০০০.০০	৩০০০.০০	১১০০০.০০	৩০০০.০০	১৪০০০.০০	৩০০০.০০	১১০০০.০০	০.০০
২০০৯-২০১০	৩৬০০.০০	১৬৮৫.০০	১৯১৫.০০	১৬৬৫.০০	৩৫৫৯.৫৬	১৬৪৫.০০	১৯১৪.৫৬	২০.৪৪
মোটঃ	**৮১৪১৯.১০**	**২৩৪৮২.০০**	**৫৭৯৩৭.১০**	**২৩৪৬২.০০**	**৮১৩৭৭.৬৬**	**২৩৪৪২.০০**	**৫৭৯৩৫.৬৬**	**২১.৪৪**

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

উপরের সারণী হতে দেখা যায়- বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৮১৪১৯.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১৮৮০৬.১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মোট ছাড়কৃত জিওবি অর্থ ২৩৪৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৩৪৪২.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ জিওবি ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ২০.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। কিন্তু পিসিআর-এ ৪০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় প্রকৃতপক্ষে অব্যয়িত কত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

১২। **<u>উপকারভোগীদের মতামতঃ</u>**

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ঘাট উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ এবং গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে অনেকটা বেগবান করেছে। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়ত সহজতর হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকটা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১৩। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

১৪। **<u>ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ</u>** পরিদর্শিত যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(ক) ফিডার সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; (খ) পরিবহণ ব্যয় হ্রাস, উন্নতর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা, উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য কৃষি ও অ-কৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা; (গ) এলজিইডি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাট-বাজার ও ঘাট সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়তা এবং (ঘ) বৃক্ষরোপণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিতকরণ।	প্রকল্পটির মাধ্যমে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, ঘাট এবং গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে অনেকটা বেগবান করেছে। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ যাতায়াত সহজতর হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৭। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১। **ডিপিপিভুক্ত ঘাট উন্নয়ন না করে বহির্ভূতভাবে ঘাট উন্নয়নঃ** অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮৯টি ঘাট উন্নয়নের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে (১৬/১০/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত) ৮৮টি ঘাট উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া পটুয়াখালী জেলায় সুবিদখালী ও বালিয়াতোলী নামক ২টি ঘাট উন্নয়ন ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে মর্মে অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এ হিসেবে উন্নয়নকৃত ঘাটের সংখ্যা হয় ৯০টি (৮৮টি+২টি)। অথচ পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৫টি ঘাট উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে স্পষ্টতঃ প্রমানিত হয় যে, ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ঘাট উন্নয়ন করা হয়নি অর্থাৎ ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত সংখ্যক ঘাট ডিপিপি বহির্ভুতভাবে নির্মাণ/উন্নয়ন করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত ঘাট নির্মাণ এবং অর্থ ব্যয় আর্থিক ও শৃংখলা পরিপন্থী। পটুয়াখালী জেলায় দুইটি ঘাট ডিপিপি বহির্ভুতভাবে নির্মাণের তথ্য পাওয়া গেছে। প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য জেলায় এরূপ ডিপিপি বহির্ভুত স্কীম হিসেবে ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

১৭.২। **ডিপিপি বহির্ভুতভাবে ইউপি কমপেস্নক্স নির্মাণঃ** ডিপিপি বহির্ভূতভাবে পটুয়াখালী জেলার চালিতাবুনিয়া ও গুলিশাখালী এবং বরগুণা জেলার কাকুয়া ও ঘরিচান্না ইউপি কমপেস্নক্স (৪টি) নির্মাণ এবং অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ডিপিপিতে এ দুটি জেলায় ১২টি ইউপি কমপেস্নক্স নির্মাণের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে (১৬/১০/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত) ১০০টি ইউপি কমপেস্নক্স নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। অগ্রগতির তথ্য বিশেস্নষণে দেখা যায়, ডিপিপিভুক্ত ১২টি ইউপি কমপেস্নক্স নির্মিত হলেও ডিপিপি বহির্ভুতভাবে আরো ৪টি ইউপি কমপেস্নক্স নির্মাণ করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত ইউপি কমপেস্নক্স নির্মাণ এবং অর্থ ব্যয় আর্থিক ও শৃংখলা পরিপন্থী।

১৭.৩। **ডিপিপিভুক্ত সড়ক নির্মাণ না করে বহির্ভূতভাবে সড়ক নির্মাণঃ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায়** ডিপিপিতে ১৬৭৫০ মিটার উপজেলা সড়ক নির্মাণের সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে ১২৬০০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৫০০ মিটার Remaining works। এক্ষেত্রে ডিপিপিভুক্ত ৪১৫০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়নি। আবার বরগুণা জেলার পাথরঘাটা উপজেলায় ২০৫৪ মিটার নির্মাণ করা হয়নি। অথচ ডিপিপি বহির্ভূত স্কীম হিসেবে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলায় ৬২০০ মিটার, কলাপাড়া উপজেলায় ৩৩০০ মিটার এবং বরগুণা জেলার বামনা উপজেলায় ১৫০০ মিটার, পাথরঘাটা উপজেলায় ৩১৯০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলায় ১৪১৯০ মিটার সড়ক ডিপিপি বহির্ভূতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত সড়ক কমপেস্নক্স নির্মাণ এবং অর্থ ব্যয় আর্থিক ও শৃংখলা পরিপন্থী।

১৭.৪। **ঝুঁকিপূর্ণ কালভার্ট নির্মাণ** : মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলাধীন সিমাখালী-বুনাগাতী ভায়া হাজরাহাটি সড়কটি কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ উপজেলা সড়কটির ০০-২৫০/৩০০ মিটার দূরে একটি পুরাতন

কালভার্ট রয়েছে (১০ ফুট প্রশস্থ) যা অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সড়কের ৬০/৭০ ডিগ্রী এ্যাংগেলে কালভার্টটি রয়েছে। উপজেলা সড়কমানের চেয়ে কালভার্টটির প্রশস্থতা কম এবং ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে।

১৭.৫। **ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন ব্যবহৃত না হওয়াঃ** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন-এ কৃষি, আনসার ভিডিপি, ডিপিএইচই, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, চিকিৎসা সেবা (মা ও শিশুদের টিকা) ইত্যাদির জন্য অফিস কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হলেও তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়না।

১৭.৬। **বাজার উন্নয়নঃ** প্রকল্পের আওতায় বাজার উন্নয়নের অংশ হিসেবে কাঁচা বাজার শেড, টিউবওয়েল, ইন্টারনাল রাস্তা ও টিউবওয়েলসহ ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। অধিকাংশ বাজারের শেডগুলি শুধুমাত্র হাটের দিন (সপ্তাহে ২ দিন) ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য দিন শেডের বাইরে সড়কের পাশে খোলা জায়গায় বাজার বসে। এছাড়া ওমেন্স কর্ণারে মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত দোকান মূল বাজারের একপাশে নির্মাণ করায় অধিকাংশ বরাদ্দ প্রাপক দোকান পরিচালনার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে।

১৭.৭। **শ্রীপুর-কেষ্টপুর ভায়া রাধা নগর জিসি সড়কঃ** এ সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ১৯,০০০ মিটার। তিনটি কার্যাদেশের মাধ্যমে সড়কটির নির্মাণ কাজ ২০০৭ সালে সমাপ্ত করা হয়েছে। ১ম কার্যাদেশের ৮,০০০ মিটার সড়ক পরিদর্শনকালীন সময়ে দেখা যায়, সড়কটিতে প্রচুর গর্তের (pot hole) সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক জায়গায় কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। বর্তমানে সড়কটির মেরামত/সংস্কার প্রয়োজন।

১৭.৮। **প্রকল্পে সংগৃহীত যানবাহন সরকারী যানবাহন পুলে জমা না দেওয়াঃ** প্রকল্পের অধীনে মোট ১১টি জীপ, ১৬টি পিক-আপ এবং ২৩০টি মোটরসাইকেল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তি শেষে এগুলো নিয়মানুযায়ী সরকারী যানবাহন পুলে জমা দানের বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। উল্লেখ্য, এ যানবাহনগুলো প্রকল্পভুক্ত জেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭.৯। **ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদানঃ** প্রকল্পের অধীনে মোট ৮১৪১৯.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১৮৮০৬.১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মোট ছাড়কৃত জিওবি অর্থ ২৩৪৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৩৪৪২.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ জিওবি ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ২০.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। কিন্তু পিসিআর-এ ৪০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় প্রকৃতপক্ষে অব্যয়িত কত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

১৮। **সুপারিশঃ**

১৮.১। যথাযথ কর্তৃকপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ইউপি কমপেক্সক্স ও ঘাট উন্নয়ন বাবদ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ডিপিপি বহির্ভূতভাবে কয়টি ইউপি কমপেক্সক্স ও ঘাট উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ডিপিপিভুক্ত কয়টি ইউপি কমপেক্সক্স ও ঘাট উন্নয়ন হয়নি ও এ দুটি খাতে প্রকৃতপক্ষক্ষ কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা স্থানীয় সরকার বিভাগ তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আইএমইডি ও অর্থ বিভাগকে জানাতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.১ ও অনুচ্ছেদ-১৭.২)।

১৮.২। ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সড়ক নির্মাণ না করে কোন পর্যায়ের অনুমোদন সাপেক্ষক্ষ ডিপিপি বহির্ভুত সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে তা নির্ণয় এবং সেটা নিয়মসিদ্ধ না হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৩)।

১৮.৩। মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলাধীন সিমাখালী-বুনাগাতী ভায়া হাজরাহাটি সড়কের (০০-২৫০/৩০০ মিটার দূরে) ঝুঁকিপূর্ণ কালভার্ট স্থলে উপজেলা সড়কমানে নতুন কালভার্ট নির্মাণ করার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৪)।

১৮.৪। নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্সক্স ভবন-এ অন্যান্য অফিসের জন্য বরাদ্দকৃত অফিস কক্ষগুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৫)।

১৮.৫। বাজারের শেডগুলি প্রতিদিন ব্যবহার এবং শেডের বাইরে সড়কের পাশে খোলা জায়গায় যাতে বাজার না বসে সে বিষয়ে পদক্ষেপসহ ওমেন্স কর্ণারে মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত দোকানগুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৬)।

১৮.৬। শ্রীপুর-কেষ্টপুর ভায়া রাধা নগর জিসি সড়কটির ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত/সংস্কার করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৭)।

১৮.৭। প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত গাড়ীগুলোর বিষয়ে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৮)।

১৮.৮। প্রকল্পের আওতায় প্রকৃতপক্ষে কত টাকা অব্যয়িত রয়েছে এবং এ অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা তা স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৯)।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ (পার্বত্য তিন জেলা ব্যতিত)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪২৭৩৪.০০ (৩১৯০৮.০০)	৪৩৮৮২.১৬ (৩২৪২৬.০৬)	৪৩৮৮২.১৬ (৩২৪২৬.০৬)	২০০১-২০০২ হতে ২০০৭-২০০৮	২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০	২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০	১১৪৮.১৬ (২.৬৯%)	২ বছর (২৮.৫৭%)

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	জনবলের বেতন ও ভাতা (৩১১ জন)	জনমাস	২৬১২৪	২৬২৩.০০	২৬১২৪ (১০০%)	২৬২৩.০০ (১০০%)
২.	**সরবরাহ ও সেবা**					
	ক) অফিস পরিচালনা ব্যয়	থোক	থোক	১০২০.০০	থোক	১০২০.০০ (১০০%)
	খ) পরামর্শক	জনমাস	৯৩৭	৪৪৮৯.০০	৯৩৭ (১০০%)	৪৪৮৯.০০ (১০০%)
	গ) প্রশিক্ষণ	কোর্স	৬৮৬৭	২৯৫৯.০০	৬৮৬৭ (১০০%)	২৯৫৯.০০ (১০০%)
	ঘ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৮৫০.০০	থোক	৮৫০.০০ (১০০%)
৩।	**যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয়**					
	ক) যানবাহন	সংখ্যা	২৯৫ (৯টি জীপ, ৪টি পিক-আপ, ২টি মিনি বাস ও ২৮০টি	৭১২.১৭	২৯৫ (৯টি জীপ, ৪টি পিক-আপ, ২টি মিনি বাস ও ২৮০টি	৭১২.১৭ (১০০%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			মটর সাইকেল)		মটর সাইকেল) (১০০%)	
	খ) নির্মাণ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৮৯	২৩৮.৪৫	২৮৯ (১০০%)	২৩৪.৪৫ (১০০%)
	গ) কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	৪৭	৮৯.৮১	৪৭ (১০০%)	৮৯.৮১ (১০০%)
	ঘ) অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২২৯	১৬৫.৪৭	২২৯ (১০০%)	১৬৫.৪৭ (১০০%)
	ঙ) বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	কিঃ মিঃ	২৫০	১৪৭.০০	২৫০ (১০০%)	১৪৭.০০ (১০০%)
৪।	জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	২৭৫	৭২৫.০০	২৭৫ (১০০%)	৭২৫.০০ (১০০%)
৫।	ভৌত কাজঃ					
	ক) পানি ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, সংরক্ষণ ও সেচ এলাকা উন্নয়ন (উপ-প্রকল্পসমূহের অপারেশন ও মেইনটেন্যান্সসহ)	হেক্টর	১৮০৫৫৭	২৬৭৭৫.২৬	১৮০৫৫৭ (১০০%)	২৬৭৭৫.২৬ (১০০%)
	খ) সিডি ভ্যাট	থোক	থোক	৫৩৪.০০	থোক	৫৩৪.০০ (১০০%)
	গ) সেবা	থোক	থোক	১৭৯০.০০	থোক	১৭৯০.০০ (১০০%)
৬।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	থোক	২০৪.০০	থোক	২০৪.০০ (১০০%)
৭।	সার্ভিস চার্জ	থোক	থোক	৫৬০.০০	থোক	৫৬০.০০ (১০০%)
	মোটঃ		**১০০%**	**৪৩৮৮২.১৬**	(১০০%)	**৪৩৮৮২.১৬** (১০০%)

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৭. **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থা পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর অন্যতম। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ''থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প'' দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ৩৭টি জেলায় বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের প্রভাব অনুকূল হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতিত) বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ (ক) পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর নির্মাণ সংগঠন এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন; (খ) সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনীয় সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; (গ) টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থাকরণ; এবং (ঘ) উপ-প্রকল্প এলাকায় ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও

সরকারী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৭.৩ **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পটি জুলাই, ২০০১ - জুন, ২০১০ মেয়াদে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩,৮৮২.১৬ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২৩,৫০৮.০০ লক্ষ টাকা (৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ, নেদারল্যান্ড সরকার ৮,৩৭৮.০৬ লক্ষ টাকা (২৪.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অনুদান, জাপান সরকার ৫৪০.০০ লক্ষ টাকা (১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অনুদান, বাংলাদেশ সরকার ১০,৩৯৩.১০ লক্ষ টাকা অনুদান এবং স্থানীয় উপকারভোগী ১,০৬৩.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** প্রকল্পটির পিসিপি গত ০৮-০৫-২০০১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৩-০৮-২০০১ তারিখের ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক গত ২৩-০৯-২০০১ তারিখে প্রকল্পটির পিপি অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৪২৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৫১০.০০ লক্ষ টাকা, সুবিধাভোগীদের অনুদান ১৩১৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩১৯০৮.০০ লক্ষ টাকা) এবং মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০১-২০০২ হতে ২০০৭-২০০৮ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ২ বার সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি ২০০১-২০০২ হতে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৩৮৮২.১৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৩৯৩.১০ লক্ষ টাকা, সুবিধাভোগীদের অনুদান ১০৬৩.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩২৪২৬.০৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১০-০৪-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক গত ২৫-০৫-২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক গত ২২/১১/২০১০ তারিখে সিলেট, ২৩/১২/২০১০ তারিখে মৌলভীবাজার এবং ১৩/১১/২০০৯ তারিখে যশোর ও নড়াইল জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৯.১ **সিলেট, মৌলভীবাজার, যশোর ও নড়াইল** জেলায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত উপ-প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

উপ-প্রকল্পের নাম বিভাগ/জেলা	উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা	মতামত
দেবভোগ-শেখপাড়া উপ-প্রকল্প খুলনা/নড়াইল	এ উপ-প্রকল্পের আওতায় ৭.৫০ কিঃমিঃ দেবগ্রাম-শেখপাড়া বাঁধ রি-সেকশনিং, ১০.৫৮ কিঃমিঃ খাল (মোট ৫টি) পুনঃখনন, দেবগ্রাম খালের উপর ২ ভেন্টের একটি রেগুলেটর, শেখপাড়া খালের উপর ২ ভেন্টের একটি রেগুলেটর এবং একটি ওএন্ডএম সেড (৯ মিঃ x ৫ মিঃ) নির্মাণ করা হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজ মার্চ,২০০৭ এ শুরু এবং জুন,২০০৯ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ সমস্ত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সুবিধাভোগীদের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) প্রয়োজনীয় সংগঠন তৈরী করা হয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে সুবিধাভোগী জনগণ প্রাকৃতিক পানি সম্পদের ব্যবহারসহ বিভিন্ন সামাজিক গঠনমূলক ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।	অবকাঠামো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করাসহ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আয়-বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং গঠিত সমিতির মাধ্যমে দেবভোগ শেখপাড়া খালের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
বাহিরগ্রাম উপ-প্রকল্প খুলনা/নড়াইল	এ উপ-প্রকল্পের আওতায় ২.৬৩ কিঃমিঃ মাটির বাঁধ রি-সেকশনিং, ০.৫৭ কিঃমিঃ মসুরী খাল পুনঃখনন, বাহিরগ্রাম ও হাড়িভাঙ্গা খালে দুইটি রেগুলেটর এবং একটি ওএন্ডএম (৯ মিঃ x ৫ মিঃ) সেড তৈরী করা হয়েছে। এপ্রিল,২০০৭ থেকে ডিসেম্বর,২০০৯ পর্যন্ত সময়ে এ সমস্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনীয় সংগঠন তৈরী করা হয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে সুবিধাভোগী জনগণ প্রাকৃতিক পানি সম্পদের ব্যবহারসহ বিভিন্ন সামাজিক গঠনমূলক ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাতে	অবকাঠামো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করাসহ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আয়-বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে 'পাবসস' সমিতির সদস্যগণ আরও কার্যকরী ভূমিকা গস্থহণ করতে পারে।

উপ-প্রকল্পের নাম বিভাগ/জেলা	উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা	মতামত
	সক্ষম হয়েছে।	
দোলপুর মুক্তেশ্বরী উপ-প্রকল্প খুলনা/যশোর	জলাবদ্ধতার হাত থেকে ফসল জমি রক্ষা, শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ করে চাষ করাসহ জলাধারে মাছ চাষ এ উপ-প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে ৩.৫ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ২টি তিন ভেন্টের রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে স্থানীয় জনসাধারণ পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদ এবং বর্ষাকালে মাছ চাষ করতে পারছে। উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম ফলপ্রসু করার বিষয়ে 'পাবসস' এর সদস্যগণকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	নির্মিত রেগুলেটরের ভাটির দিকে খালের দুইপাড় মেরামতপূর্বক তথা রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে 'পাবসস' এর সদস্যগণের সচেষ্ট থাকা জরুরী। তাছাড়া সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আয়-বর্ধক কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির বিষয়ে সমিতি অধিকতর কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
বাঘা বিল উপ-প্রকল্প সিলেট/সিলেট	এ উপ-প্রকল্পের আওতায় ৬.১২ কিঃমিঃ বাঁধ রি-সেকশনিং, বাঘা বিল খালের উপর একটি ৩ ভেন্টের রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাঁধ ও রেগুলেটর স্থাপনের ফলে এলাকার জনগণ প্রতি বছর একটি ফসলের পরিবর্তে ২/৩টি ফসল চাষ ও শাক-সব্জি উৎপাদন করতে পারে। তাছাড়া সুবিধাভোগী জনগণকে দিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠনপূর্বক তাদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করায় তাঁরা বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করতে পারছে। তবে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা তুলনামূলক কম বলে মনে হয়েছে।	অবকাঠামো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করাসহ সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
বাঙ্গছড়া উপ-প্রকল্প সিলেট/মৌলভীবাজার	এ উপ-প্রকল্পে ২.৩৯ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন এবং ২ ভেন্টের একটি (১.৫ মিঃ x ১.৫ মিঃ) রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে যা বর্তমানে কার্যক্ষম রয়েছে। উপকারভোগীদের নিয়ে 'পাবসস' গঠন করা হয়েছে এবং এ সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার (মৎস্য, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন, কুটির শিল্প ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় এ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুনিয়ন্ত্রিত সেচের মাধ্যমে ১টি ফসলের পরিবর্তে ২/৩টি ফসল চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া সমিতির তহবিল থেকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হচ্ছে।	সমিতির সদস্যগণ নির্মিত অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণসহ বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের পরিধি তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে পারে।

১০। **পর্যালোচনাঃ** বিভিন্ন উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), স্থানীয় জনগণ ও এলজিইডি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সাথে আলোচনাকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়ঃ

১০.১ **উপ-প্রকল্প উন্নয়ন চক্র ও জনগণের অংশগ্রহণঃ** উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, নক্সা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (পাবসস গঠন) এবং বাস্তবায়ন ও যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সকল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে। স্থানীয় উপকারভোগী জনগণ উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করে (প্রকল্পের নির্ধারিত ছক পূরণের মাধ্যমে) ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে তা এলজিইডি'র নিকট প্রেরণ করেন। এলজিইডি বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ জনবল ও প্রকল্পের বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় যাচাই-বাছাই (অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা, সম্ভাব্যতা জরীপ) সম্পন্ন করে। সম্ভাব্যতা জরীপ শেষে দ্বৈততা ও অধিক্রমণ রোধকল্পে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনে জেলা পর্যায়ে গঠিত আন্তঃসংস্থা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির নিকট পেশ করা হয় এবং এই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নের পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০.২ **পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন :** এলজিইডি কর্তৃক অবকাঠামো নির্মাণের পর উপ-প্রকল্পসমূহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে প্রতিটি উপ-প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়েছে। পাবসসসমূহ বিদ্যমান সমবায় আইনে নিবন্ধিত হয়েছে/হচ্ছে। উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন শেষে পাবসস ও এলজিইডি'র মধ্যে দ্বিপাক্ষিক হস্তান্তর চুক্তিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের নির্মিত অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা পাবসস এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে/হচ্ছে। পরিদর্শিত সকল উপ-প্রকল্প সমবায় সমিতি সচল দেখা যায়

এবং তাদের কর্ম তৎপরতা আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়েছে। সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২ জন। সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ ৩ (তিন) বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পরিদর্শনকালে পাবসস সদস্য এবং স্থানীয় জনগণের উপস্থিতি যথেষ্ট ছিল। তবে কোন কোন স্থানে সমিতির সাধারণ সদস্য সংখ্যা কম বলে মনে হয়েছে। পাবসস বাস্তবায়নোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে পাবসস গঠন প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সমবায় সমিতি প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও, পাবসস-এর বিভিন্ন কর্মকান্ড সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করেছে, যেমন কৃষি কর্মকান্ডের জন্য কৃষি উপ-কমিটি, মৎস্যের জন্য মৎস্য উপ-কমিটি ও ক্ষুদ্র ঋণের জন্য ঋণ উপ-কমিটি ইত্যাদি।

১০.৩ **পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ** প্রতিটি উপ-প্রকল্পে নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে স্থানীয় জনগণকে ১২টি শর্ত পূরণ করতে হয়। উল্লেখযোগ্য শর্তসমূহের মধ্যে রয়েছে সুবিধাভোগী জনগণের প্রদত্ত অনুদানের অর্থ দিয়ে উপ-প্রকল্পের জন্য নির্মিত অবকাঠামো প্রকল্প সমাপ্তি শেষে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহার। অনুদানের এ অর্থ এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী এবং পাবসস-এর যৌথ হিসাবে জমা থাকে। সমবায় সমিতি যেসব জায়গায় বড় ও শক্তিশালী সেখানে উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণ তুলনামূলকভাবে ভাল প্রতিয়মান হয়েছে।

১০.৪ **ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমঃ** পাবসস একটি সমবায় সংগঠন। এ সংগঠনের প্রতিটি সদস্যই শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে থাকে। প্রায় সকল উপ-প্রকল্পেই এ শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে জমাকৃত মূলধনের পরিমাণ আশাব্যঞ্জক বলে প্রতীয়মান হয়। পাবসস এই মূলধনের মাধ্যমে স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি, মৎস্য উৎপাদন ও অন্যান্য আয়-বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

১০.৫ **পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর দক্ষতা বৃদ্ধি (প্রশিক্ষণ):** পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে কৃষি, মৎস্য ও সমবায় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া-এর মাধ্যমে এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন অবকাঠামো নির্মাণের গুণগত মান রক্ষার্থে গঠিত নির্মাণ পর্যবেক্ষণ কমিটিকে এলজিইডি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, পাবসসসমূহকে প্রকল্প চলাকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে এলজিইডি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

১০.৬ **কৃষি ও মৎস্য ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পের প্রভাবঃ** উপ-প্রকল্পের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ পানি সরবরাহ) অবকাঠামোসমূহের (বাঁধ, পুন:খননকৃত খাল, স্লুইস গেট, রেগুলেটর) কার্যকারিতা পর্যলোচনা করে কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা নিরূপণ এবং উপ-প্রকল্পের ভূমি ব্যবহার ম্যাপে তা চিহ্নিত করা হয়। উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী কৃষকদের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে (পাবসস) পাঁচ জন কৃষক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-প্রকল্প এলাকায় কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে পাবসস কৃষি উপ-কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। কৃষি উপ-কমিটি উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরি করে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পশুসম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তায় কৃষি উপ-কমিটি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। ফলে, খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ মতামত ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পসমূহে কৃষি উৎপাদন (উদ্ভিদ, শস্য) সহায়ক পানি ব্যবস্থাপনার ফলে মৎস্য সেক্টরে যে বিরূপ প্রভাব পড়ে তা প্রশমনের জন্য এবং উপ-প্রকল্প অভ্যন্তরে নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে সহায়তার ব্যবস্থা করার জন্য মৎস্য কর্মসূচি রয়েছে। মৎস্য কর্মসূচির বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর সহযোগিতা করে আসছে। উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক মাছ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের নির্বাচিত পাবসস সদস্যবৃন্দকে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে ও মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে, শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনেও সমিতিসমূহ ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে এবং এর প্রভাবও সন্তোষজনক বলে মনে হয়।

১০.৭ **সার্বিক পর্যালোচনাঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির বিভিন্নমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অনাবাদী জমি চাষের আওতায় এসেছে। ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে। এলজিইডি'র পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) তৃণমূল পর্যায়ে গঠিত এক সফল প্রচেষ্টা, যা উন্নয়নকে টেসকই করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে এ জাতীয় অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের পদ্ধতি অনুসৃত হলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আরও সফল হবে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে অনুমোদিত

প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়			জিওবি অবমুক্ত কৃত অব্যয়িত অর্থ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
২০০১-০২	১২৫০.০০	২৫০.০০	১০০০.০০	২৫০.০০	৭৫০.২৯	১৬৪.৫০	৫৮৬.০৩	৮৫.৫০	৪৯৯.৭১
২০০২-০৩	২৭০০.০০	৭০০.০০	২০০০.০০	৭০০.০০	২২৬৬.৪৩	৭০০.০০	১৫৬৬.৪৩	-	৪৩৩.৫৭
২০০৩-০৪	৩৭৫০.০০	৭৫০.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৩৫৯৩.৮৫	৭৫০.০০	২৮৪৩.৮৫	-	১৫৬.১৫
২০০৪-০৫	৪৮০০.০০	৯২০.০০	৩৮৮০.০০	৯২০.০০	৪৫২১.৫০	৯০৮.৫৪	৩৬১২.৭২	১১.৪৬	২৭৮.৫০
২০০৫-০৬	৫৩৫০.০০	১৪০০.০০	৩৯৫০.০০	১৪০০.০০	৫৩০০.৫০	১৪০০.০০	৩৯০০.৫০	-	৪৯.৫০
২০০৬-০৭	৮০৫০.০০	২২৫০.০০	৫৮০০.০০	২২৫০.০০	৭৮৪৭.১৬	২১৯৪.১০	৫৬৫৩.০৬	৫৫.৯০	২০২.৮৪
২০০৭-০৮	৭৫০০.০০	২৩০০.০০	৫২০০.০০	২২৩৬.০০	৭১৪৮.২১	২২৩৬.০০	৪৯১২.২১	-	৩৫১.৭৯
২০০৮-০৯	৭৬০০.০০	১৩০০.০০	৬৩০০.০০	১৩০০.০০	৭৫৯৯.২৬	১৩০০.০০	৬২৯৯.২৬	-	০.৭৪
২০০৯-১০	৩৭৯৩.০০	৭৪১.০০	৩০৫২.০০	৭৪০.০০	৩৭৯১.৯৬	৭৩৯.৯৬	৩০৫২.০০	০.০৪	১.০৪
মোটঃ	৪৪৭৯৩.০০	১০৬১১.০০	৩৪১৮২.০০	১০৫৪৬.০০	৪২৮১৯.১৬*	১০৩৯৩.১০	৩২৪২৬.০৬	১৫২.৯০	১৯৭৩.৮৪

* সুবিধাভোগীদের অনুদান ১০৬৩.০০ লক্ষ টাকা বর্ণিত তথ্যে সন্নিবেশ করা হয়নি। কিন্তু এ সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

উপরের সারণী হতে দেখা যায়, বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৪৪৭৯৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৪২৮১৯.১৬ লক্ষ টাকা। এ অর্থের মধ্যে অব্যয়িত রয়েছে ১৫২.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে উক্ত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

১২। **উপকারভোগীদের মতামতঃ** প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী জনসাধারণের আলোচনায় জানা যায়-প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম (স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমি এলাকায় শুষ্ক মৌসুমের জন্য পানি সংরক্ষণ, বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস, জলাবদ্ধতা নিরসন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি অর্জনের উপযোগী ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা যেমন- খাল, বাঁধ, স্লুইস গেট, রেগুলেটর, রাবার ড্যাম ইত্যাদি নির্মাণ/পুন:নির্মাণ ও সংস্কার) বাস্তবায়িত হওয়ায় টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাসমূলক কর্মকান্ডে কার্যকর অবদান রাখছে এবং উপ-প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আলোচনার উল্লেখ্যযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) সমবায় সমিতি গঠনের ফলে উপকারভোগী জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে।

(খ) স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সমিতির সদস্য হবার বিষয়ে আগ্রহ দেখা গেছে।

(গ) অনেক সময় অতি বৃষ্টি ও বর্ষার পানির প্রবল চাপে মাটির নির্মিত বাঁধ ভেঙ্গে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো। প্রকল্পের আওতায় রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে সুনিয়ন্ত্রিত সেচের মাধ্যমে ১টি ফসলের পরিবর্তে ৩টি ফসল চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও গম, ভুট্টা ও সবজি চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। মাছ চাষেরও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

(ঘ) সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে মৎস্য চাষ, কৃষি উপকরণ ক্রয়, সেলাই মেশিন, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ভ্যান, রিক্সা ক্রয় করে বেশ কিছু পাবসসের সদস্যরা সাবলম্বী হয়েছেন।

(ঙ) সমিতির সদস্যগণ ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ পেয়েছে। অবকাঠামোর মাধ্যমে পানি ধরে রেখে মাছ চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) পর্যায়ক্রমে ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের নাম, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	পূর্ণকালীন	-	২০০২	২০০৩
জনাব বশির উদ্দিন আহম্মদ	পূর্ণকালীন	-	২০০৩	২০০৮
জনাব মোঃ মশিউর রহমান	পূর্ণকালীন	-	২০০৮	২০১০

১৪। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ** পরিদর্শনকৃত জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(ক) পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর নির্মাণ সংগঠন এবং উহার টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন; (খ) সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনীয় সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; (গ) টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থাকরণ; এবং (ঘ) উপ-প্রকল্প এলাকায় ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সরকারী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সুযোগ বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির বিভিন্নমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অনাবাদী জমি চাষের আওতায় এসেছে। ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে। উপ-প্রকল্পের কমিটির সদস্যগণ ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং এ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাঁদের আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে জনগণ সচেতন হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ :** প্রকল্পের উদ্দেশ্য সিংহভাগ অর্জিত হয়েছে। তবে যে সমস্ত 'পাবসস' শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করতে এখনও সক্ষম হয়নি বা যে সমস্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম সে সমস্ত সমিতি অধিকতর তৎপরতা গ্রহণপূর্বক শক্তিশালী সংগঠন তৈরীর প্রয়াস অব্যাহত রাখতে পারে।

১৭। **সমস্যাঃ**

১৭.১ **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run)t** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ০৮-০৫-২০০১ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় ৭ বছর (২০০১-২০০২ হতে ২০০৭-২০০৮ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে ২ বার প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং জুন,২০১০-এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৯ বছর ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ২ বছর বেশী (২৮.৫৭%)। ৭ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ২৮.৫৭% বেশী সময়ে বাস্তবায়ন কাঙ্খিত নয়। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে বাস্তবায়ন ব্যয় একদিকে যেমন কম হতো, তেমনি অন্যদিকে জনগণ অনেক আগে থেকেই এর সুফল ভোগ করতে পারত।

১৭.২ **উপ-প্রকল্প এলাকার খাল ও বিলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতাঃ** উপ-প্রকল্প এলাকার আওতাধীন খাল ও বিল 'পাবসস' কর্তৃক মাছ চাষ ব্যবস্থা অত্যন্ত লাভজনক একটি কর্মকান্ড। কিন্তু এই সমস্ত বিল ও খালে মাছ চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসন থেকে লিজ গ্রহণ করতে হয়। জেলা/উপজেলা প্রশাসন থেকে লিজ গ্রহণ এ সমস্ত সমিতির সদস্যদের জন্য কিছুটা কষ্টসাধ্য বিষয়। কারণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে লিজ পাওয়ার বিষয়টি নিরূপন করা হয়ে থাকে।

১৭.৩ **প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন :** প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত (৯ বছর)। ৯ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের জন্য মোট ৩ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। আলোচ্য এ প্রকল্পটি একটু ভিন্ন ধরনের বিধায় নতুন প্রকল্প পরিচালক যোগদানপূর্বক কাজের সমন্বয় করতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়। এতে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়।

১৭.৪ **প্রকল্প বাস্তবায়ন/বাস্তবায়নোত্তরে কতিপয় দুর্বলতাঃ** এ প্রকল্পের অধীনে মোট ২৮৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি মূল্যায়নকল্পে কতিপয় উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পটি ইতোপূর্বে আইএমইডি কর্তৃক ব্যক্তি পরামর্শক দ্বারা মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তব অগ্রগতি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। এ সমস্ত প্রতিবেদনে প্রকল্পের সফলতার সাথে সাথে কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল, যেমন- বনায়নের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের আইনগত অধিকার ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ও নীতিমালা বিদ্যমান না থাকা, মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে মৎস্য আরোহন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন দিক নির্দেশনা না থাকা, কিছু কিছু উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে নৌ-চলাচল ব্যাহত হওয়া, প্রভাবশালী গোষ্ঠী (Powerful interested groups) কর্তৃক উপ-প্রকল্প নির্বাচন প্রভাবিত করা ইত্যাদি।

১৮। সুপারিশঃ

১৮.১ ৭ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ২ বছর অতিরিক্ত সময়ে বাস্তবায়ন কাঙ্খিত নয়। আলোচ্য প্রকল্পের ন্যায় টাইম ওভাররান (২ বছর) মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১৭.১)।

১৮.২ পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি, দুস্থ ও ভূমিহীন এবং ছিন্নমূল, জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে মৎস্য চাষে তাদের আইনগত

অধিকার দেওয়ার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.২)।

১৮.৩ ভবিষ্যতে প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা তথা বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে যতদূর সম্ভব প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সচেতনতা অবলম্বন করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.৩)।

১৮.৪ প্রকল্প এলাকায় বনায়নের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, মৎস্য আরোহন সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা, নৌ-চলাচল ব্যহত না হওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সর্বোপরী উপ-প্রকল্প নির্বাচনে স্থানীয় Powerful interested groups কে বিবেচনায় না নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৪)।

১৮.৫ ‘দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর’ শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম সরাসরি প্রকল্প এলাকা তথা দেশের দারিদ্র বিমোচনের সাথে সম্পৃক্ত । এধরনের প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন দেশের গ্রামীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবসহার পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আইএমইডি মনে করে ।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা (বিশেষ সংশোধিত) (সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০ পর্যন্ত) (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২৫২৭৪.০০ (৫৪৪০.৫০)	৩১৪৩৮.৭৩ (৬৮৪০.৫৫)	৩১৩৭০.০৩ (৬৮৪০.৫৫)	২০০২-২০০৩ হতে ২০০৬-২০০৭	২০০২-২০০৩ হতে ২০০৯-২০১০	২০০২-২০০৩ হতে ২০০৯-২০১০	৬০৯৬.০৩ (২৪.১২%)	৬০%

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	৩৯৫	১২৬৪০.০০	৩৯৫ (১০০%)	১২৬৪০.০০ (১০০%)
২.	উপজেলা সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১২৮০	১৯২০.০০	১২৮০ (১০০%)	১৯২০.০০ (১০০%)
৩.	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	২৮০	৭৪১২.৭৫	২৮৪ (১০১.৪৩ %)	৭৫৪২.০৫ (১০১.৭৪%)
৪.	ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	২৬৮৩	৩৩৫৫.৭৫	২৬৮৩ (১০০%)	৩৩৫৫.৭৫ (১০০%)
৫.	গ্রোথ-সেন্টার/বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১৬	৩৬৮.১২	১৬ (১০০%)	৩৬৮.১২ (১০০%)
৬.	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	৭	২৮০.০০	৬ (৮৫.৭১%)	২১৫.৭০ (৭৬.৭৮%)
৭.	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	কিঃ মিঃ	১০০	৫০.০০	১০০ (১০০%)	৫০.০০ (১০০%)
৮.	ল্যান্ডিং ষ্টেজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫	১৪০.০০	১ (২০%)	২৮.০০ (২০%)
	ঘূর্ণিঝড় (সিডর) ও ২০০৭ এর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন					
৯.	উপজেলা সড়ক পুনর্বাসন	কিঃ	৩২	৬৫৫.৭০	৩২	৬৫৪.০০

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		মিঃ			(১০০%)	(৯৯.৯৮%)
১০.	ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসন	কিঃ মিঃ	৯০	১৩৫০.০০	৯০ (১০০%)	১৩৪৫.০০ (৯৯.৬২%)
১১.	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন	কিঃ মিঃ	১৯০	২৬৬০.০০	১৯০ (১০০%)	২৬৫৬.৭৯ (৯৯.৮৮%)
১২.	উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট পুনর্বাসন	মিঃ	৪৫	৬৭.৫০	৪৫ (১০০%)	৬৭.৫০ (১০০%)
১৩.	ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট পুনর্বাসন	মিঃ	৭৬	৯৫.০০	৭৬ (১০০%)	৯৫.০০ (১০০%)
১৪.	গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট পুনর্বাসন	মিঃ	১২৫	১২৫.০০	১২৫ (১০০%)	১২৫.০০ (১০০%)
১৫.	জনবল (বেতন ও ভাতাদি)	জন	৯	৭৫.২৫	৯ (১০০%)	৬৫.১৬ (৮৬.৫৯%)
১৬.	যানবাহন	সংখ্যা	৫ (১টি জীপ ও ৪টি মটরসাইকেল)	৩৩.৭৯	৫(১টি জীপ ও ৪টি মটরসাইকেল) (১০০%)	৩৩.৭৯ (১০০%)
১৭.	পরামর্শক, মিডটার্ম রিভিউ ও অডিট ফি	থোক	থোক	১২১.৭০	থোক	১২১.০০ (১০০%)
১৮.	যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৫টি কম্পিউটার, ৬টি ফটোকপিয়ার ও ১টি ফ্যাক্স	১৯.৫০	৫টি কম্পিউটার, ৬টি ফটোকপিয়ার ও ১টি ফ্যাক্স	১৯.৫০ (১০০%)
১৯.	অফিস কন্টিনজেন্সী, মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	-	৫৭.২৪	-	৫৭.২৪ (১০০%)
২০.	মূল্য বৃদ্ধি	থোক	-	১১.৪৩	-	১১.৪৩ (১০০%)
	মোটঃ		**১০০%**	**৩১৪৩৮.৭৩**	**৯৯.৯৬%**	**৩১৩৭০.০৩ (৯৯.৭৮%)**

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** পিসিআর অনুযায়ী ৭টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের স্থলে ৬টি, ৫টি ল্যান্ডিং স্টেজ নির্মাণের স্থলে ১টি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে ১টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া নদী ভাঙ্গানের ফলে ল্যান্ডিং স্টেজ নির্মাণের জন্য গ্রহণযোগ্য স্থান না পাওয়ায় তা নির্মাণ করা হয়নি বলে জানা যায়।

৭. **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** গ্রামীণ অবকাঠামোর অপ্রতুলতাকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে দেশের সমগ্র পল্লী অবকাঠামোর উন্নয়নের অংশ হিসেবে বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত বিদ্যমান অসুবিধাগুলো দূরীকরণার্থে এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কারণে অধিক বিপদজনক চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ

অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সেখানকার অর্থনীতিকে চাঙ্গাকরণপূর্বক কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ
(ক) সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন করতঃ কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে সহায়তা; (খ) গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ বাজাগুলোর বস্তুগত সুযোগ সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং (গ) অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তাৎক্ষনিক এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের জন্য মোট ২৫২৭৪.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ১৯৮৩৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (আইডিবি) ৫৪৪০.৫০ লক্ষ টাকা। প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০২ হতে জুন,২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল প্রকল্পটি গত ১৬-০৯-২০০৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে ডিপিপিতে ২৪১৪.০৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত টাকাসহ মোট ২৭৬৮৮.০৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০২ থেকে জুন,২০০৮ মেয়াদে (১ বছর বৃদ্ধি করে) বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি কর্তৃক গত ১৯-১১-২০০৬ তারিখে অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ০৫-০৪-২০০৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। এরপর ২০০৭ সালের বন্যা, ঘূর্ণিঝড় (সিডর) ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে অবকাঠামোসমূহের ক্ষয়ক্ষতির কারণে পুনরায় সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি গত ২৬-১০-২০০৮ তারিখে পিইসি সভার সুপারিশক্রমে গত ২১-১২-২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিশেষ সংশোধনীতে প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৩১৪৩৮.৭৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৪৫৯৮.১৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৮৪০.৫৫ লক্ষ টাকা) এবং মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় জুলাই,২০০২ হতে জুন,২০১০ পর্যন্ত।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক গত ১৩ ও ১৪/১১/২০১০ তারিখে কক্সবাজার, ০৮/১২/২০১০ তারিখে নোয়াখালী এবং ০৯/১২/২০১০ তারিখে লক্ষীপুর জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্কীম পরিদর্শন করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৯.১ **কক্সবাজার জেলা :** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি সড়ক নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ৩টির বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) নয়াপাড়া জামে মসজিদ-আব্দুস শুক্কুর নুরানী মাদ্রাসা সড়ক পুনর্বাসন খ) ১০০৪ মিঃ	ক) ৩০.৩৩ খ) ৩০.২৫ গ) ৩০.১৫ ঘ) ১০০%	ক) ১২/০৩/২০০৯ খ) ১২/০৯/২০০৯ গ) এম.এস বাদল এন্ড ব্রাদার্স	সড়কটি ইউনিয়ন সড়ক হিসেবে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি গ্রামীণ সড়ক হবে যার প্রশস্ততা ৮ ফুট। সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ২৫০০ মিটার। সড়কের শুরু হতে ১০০৪ মিটারের পুনর্বাসন কাজ করা হয়েছে। সড়কটির প্রায় ১৫০০ মিটার কাঁচা রয়েছে। এ কাঁচা অংশটুকু উন্নয়ন করা হলে সড়কটি চেরাঙ্গার বাজারের সাথে সংযোগ হবে। সড়কের প্রায় ৩৫০/৪০০ মিটার দূরে একটি বক্স কালভার্ট রয়েছে, যা অনেক পুরাতন। কালভার্টটির দুই পাশে ভেঙ্গে গেছে। বর্তমানে এটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দেখা গেছে।
২। ক) পিএমখালী ইউপি	ক) ১৯.৩৬	ক) ১৬/০৩/২০০৯	ইহা একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির মোট দৈর্ঘের

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
অফিস-খুরাশিকুল ইউপি অফিস সড়ক পুনর্বাসন খ) ৫২০মিঃ	খ) ১৫.১০ গ) ১৫.০২ ঘ) ১০০%	খ) ১৬/০৭/২০০৯ গ) এম.এস বাদল এন্ড ব্রাদার্স	প্রায় ৪০০০ মিটার কাঁচা রয়েছে। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজন।
৩। ক) বোগরাজ মিয়া ভায়া নিধনরা কবরস্থান সড়ক উন্নয়ন খ) ৯১০মিঃ	ক) ১৯.১৮ খ) ১৪.৩৩ গ) ১৪.৩৩ ঘ) ১০০%	ক) ১৬/০৩/২০০৯ খ) ১৬/০৭/২০০৯ গ) এম.এস অরিদ কন্সট্রাকশন	ইহা একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজনক।

৯.২ **লক্ষীপুর জেলা :** এ জেলায় সম্পাদিত কাজের আওতায় ৩টি সড়ক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত সড়ক ৩টির বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) সোনাপুর জিসি ডেল্টা ভায়া ভাদূর হাইস্কুল-ভোলাকোট ইউপি টিওরি বাজার সড়ক পুনর্বাসন খ) ৬২০০ মিঃ	ক) ৭৩.৭৮ খ) ৬৪.২৮ গ) ৬৪.১৪ ঘ) ১০০%	ক) ১০/০৬/২০০৯ খ) ১০/০৬/২০১০	ইহা একটি উপজেলা সড়ক। সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৯৪০০ মিটার যার সম্পূর্ণ অংশই পাকা। সড়কটি রামগঞ্জ-হাজীগঞ্জ সড়ক ও জনপথ সড়ক হতে আরম্ভ হয়ে আলীপুর ডেল্টা বাজার সড়ককে সংযুক্ত করেছে। সড়কটির সম্পূর্ণ অংশ মেরামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এ প্রকল্প থেকে ৬২০০ মিটার সড়ক পুনর্বাসন করা হয়েছে। বাকী ৩২০০ মিটার এলজিইডি'র জিওবি মেরামতের আওতায় বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সড়কটির পুনর্বাসন কাজের মান সমেত্মাষজনক মনে হয়েছে।
২। ক) মিতালী বাজার হওলাদারহাট ক্যাম্পেরহাট হায়দারগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন খ) ১৫০০ মিটার	ক) ৫৩.৯১ খ) ৫৩.৮৭ গ) ৫৩.১৭ ঘ) ১০০%	ক) ২৩/০৩/২০০৯ খ) ২৯/০১/২০১০	ইহা একটি উপজেলা সড়ক। সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৯০৮৬ মিটার যার মধ্যে ৩০৮৫ মিটার সড়ক পাকা এবং ৬০০১ মিটার সড়ক কাঁচা রয়েছে। সড়কটি রায়পুর হায়দারগঞ্জ সড়ক হতে আরম্ভ হয়ে চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলাকে সংযুক্ত করেছে। সড়কের এলাইনমেন্টের পার্শ্বে ১টি হাইস্কুল, ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি গ্রামীণ হাটবাজার থাকায় সড়কটি আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সড়কটির কাঁচা অংশ উন্নয়ন হলে একটি কার্যকরী সড়ক টেওয়ার্ক সৃষ্টি করবে।
৩। ক) দত্তপাড়া হানিফ	ক) ২৫.০০	ক) ০৭-১০-২০০৩	ইহা একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির কাজের মান

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
মিয়াজির হাট-দেলিয়া বাজার সড়ক উন্নয়ন খ) ১০৫০ মিটার	খ) ২৫.০০ গ) ২৫.০০ ঘ) ১০০%	খ) ০৭-০১-২০০৪	সমেত্মাষজনক।

৯.২ নোয়াখালী **জেলা :** এ জেলায় সম্পাদিত কাজের আওতায় ২টি সড়ক ও ১টি ব্রীজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত সড়ক ও ব্রীজ এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) মাহতাব প্রাইমারী স্কুল সড়ক উন্নয়ন খ) ৬৩০ মিঃ	ক) ১০.৫০ খ) ১০.০০ গ) ১০.০০ ঘ) ১০০%	ক) ২১-১২-২০০৬ খ) ২৬-০৩-২০০৭	ইহা একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজনক বলে মনে হয়েছে।
২। ক) অশ্বদিয়া আছলাম বরকন্দজ মসজিদ সংযোগ খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ খ) ৪২.০৫ মিঃ	ক) ৩৬.৪৫ খ) ৩৫.২৯ গ) ৩০.৩৬ ঘ) ১০০%	ক) ০৬-১০-২০০৫ খ) ৩১/১২/২০০৭	নির্মিত দীর্ঘ ৪২.০৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজটির কাজের মান সমেত্মাষজনক মনে হয়েছে।
৩। ক) সোনাপুর-চরজববর-ষ্টীমারঘাট ভায়া হালিম বাজার সড়ক উন্নয়ন খ) ১৩০০ মিঃ	ক) ২৬.৯৬ খ) ২৫.৬২ গ) ২৫.০৪ ঘ) ১০০%	ক) ১৯-০৪-২০০৫ খ) ১৫-০৫-২০০৭	ইহা একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজনক বলে মনে হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইউপি কমপ্লেক্স ভবন, গ্রোথ সেন্টার ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অবস্থাঃ**

১০.১ **ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণঃ** প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ৫টি জেলায় ৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন বাবদ ২৮০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ইউনিয়ন পরিষদের কোন তালিকা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং'	ইউপি কমপ্লেক্স-এর নাম	চুক্তিমূল্য	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
	নোয়াখালী জেলা	-	-	-	-
১।	১১ নং নরত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স (সদর উপজেলা)	৩৪.১১	৩৩.৯১	১০০%	
২।	জিরতলী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স (বেগমগঞ্জ উপজেলা)	৩৪.৩৫	৩৪.৩৫	১০০%	

	লক্ষীপুর জেলা				
৩।	৭ নং দরবেশপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স (রামগঞ্জ উপজেলা)	৩৯.৪৪	৩৯.৪৪	১০০%	
৪।	৯ নং ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স (রামগঞ্জ উপজেলা)	৩৯.৪৪	৩৮.৯৪	১০০%	
৫।	১০ নং রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স (রায়পুর উপজেলা)	৩৫.০২	৩৪.৮৩	১০০%	
৬।	১৫ নং লাহারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স (সদর উপজেলা)	৩৫.২৬	৩৪.২৩	১০০%	
	মোটঃ	২১৭.৬২	২১৫.৭০		

তথ্য সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রেরিত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

বর্ণিত সারণী হতে দেখা যায়, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭টি মধ্যে ১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়নি এবং এখাতে মোট ৬৫.৩০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১০.২ **বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীঃ** প্রকল্পের অধীনে বৃক্ষরোপণ বাবদ মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে প্রাপ্ত অগ্রগতির তথ্য হতে দেখা যায়, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কক্সবাজার জেলায় ৫.২৯ লক্ষ টাকা, চট্টগ্রাম জেলায় ১২.৫৬ লক্ষ টাকা এবং ফেণী জেলায় ১২.৮৩ লক্ষ টাকাসহ মোট ৩০.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অথচ পিসিআর-এ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% দেখানো হয়েছে। বৃক্ষরোপণ ১০০% বাস্তবায়ন না করেও আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি কেন ১০০% দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ০৪-১১-২০১০ তারিখে প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতির তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৩১৩৭১.০৩ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৭৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৪৬%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০২-২০০৩	৭৯৫.৯৩	৭৯৫.৯৩	০.০০	৭৯৫.৯৩	৭৯৫.৯৩	৭৯৫.৯৩	০.০০	
২০০৩-২০০৪	১৯৯৪.৪১	১৯৯৪.৪১	০.০০	১৯৯৪.৪১	১৯৯৪.৪১	১৯৯৪.৪১	০.০০	
২০০৪-২০০৫	৪২৯৮.১০	৪২৯৮.১০	৯.৮৫	৪২৯৮.১০	৪২৯৮.১০	৪২৮৮.২৫	৯.৮৫	
২০০৫-২০০৬	৪৯৮৭.৫০	২৯৮৭.৫০	২০০০.০০	৪৯৮৭.৫০	৪৯৮৭.৫০	২৯৮৭.৫০	২০০০.০০	
২০০৬-২০০৭	৭২৫৩.২৪	৪৯৭৯.৫৯	২২৭৩.৬৫	৭২৫৩.২৪	৭২১৩.৮০	৪৯৮০.২০	২২৭৩.৬৫	
২০০৭-২০০৮	৪৮৫৩.০৯	২২৯৬.০৪	২৫৫৭.০৫	৪৮৫৩.০৯	৪৮৫৩.০৯	২২৯৬.০৪	২৫৫৭.০৫	
২০০৮-২০০৯	২৬২০.০০	২৬২০.০০	০.০০	২৬২০.০০	২৬২০.০০	২৬২০.০০	০.০০	
২০০৯-২০১০	৪৬৩৬.৪৬	৪৬৩৬.৪৬	০.০০	৪৬৩৬.৪৬	৪৫৭০.১৪	৪৫৭০.১৪	০.০০	
মোটঃ	৩১৪৩৮.৭৩	২৪৬০৮.০৩	৬৮৪০.৫৫	৩১৪৩৮.৭৩	৩১৩৩২.৯৭	২৪৫৩২.৪৭	৬৮৪০.৫৫	৬৮.৭০

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

উপরের সারণী হতে দেখা যায়, বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৩১৪৩৮.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান ও অবমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৩১৩৭০.০৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে ৬৮.৭০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে উক্ত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্য সংস্থার নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

১২। **উপকারভোগীদের মতামতঃ** প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ-সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদ নির্মাণ/উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হাইওয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি তাদের সময়েরও সাশ্রয় হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** পিসিআর-এ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি বিধায় এতদ্সংক্রান্ত তথ্য দেয়া সম্ভব হয়নি।

১৪। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ** কক্সবাজার, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(ক) সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন করতঃ কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে সহায়তা; (খ) গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ বাজারগুলির বস্তুগত সুযোগ সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং (গ) অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তাৎক্ষনিক এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সহজ ও পরিবহণ ব্যয় হ্রাস, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ :** প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৭। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১ **পিসিআর-এ অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রদানঃ** স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পিসিআর-এর পার্ট-বি (Implementation Position) এর অনুঃ ২-এ প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৩১৪৩০.৫০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ২৪৫৯০.১৮ লক্ষ টাকা ও আরপিএ ৬৮৩৮.৩৪ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, জিওবি ও আরপিএ অর্থের যোগফল মোট খরচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে পার্ট-বি, অনুঃ ৫-এ প্রকৃত ব্যয় ৩১৩৭০.২৮ লক্ষ টাকা এবং পার্ট-সি এর অনুঃ ০১ (বি) এ ব্যয় ৩১৩৭০.০৩ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হওয়া সত্ত্বেও পিসিআর-এর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ব্যয় প্রদর্শন বিভ্রান্তিকর।

১৭.২ **বৃক্ষরোপণ খাতে পিসিআর ও অগ্রগতি প্রতিবেদনে ভিন্ন তথ্য প্রদানঃ** প্রকল্পের অধীনে বৃক্ষরোপণ বাবদ মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনটি জেলায় মোট ৩০.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অথচ পিসিআর-এ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ স্বাক্ষরপূর্বক তথ্য চেয়ে সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন চাহিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে এ খাতের ব্যয়ের তারতম্যেও কারণ জানা দরকার।

১৭.৩ **ডিপিপি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ ও অর্থ ব্যয় করাঃ** প্রকল্পের আওতায় ২৮০ কিঃমিঃ ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের জন্য ৭৪১২.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে ২৮৪ কিঃমিঃ (৪ কিঃমিঃ বেশী) সড়ক নির্মাণ বাবদ ৭৫৪২.০৫ লক্ষ টাকা (১২৯.০০ লক্ষ টাকা বেশী) ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪ কিঃমিঃ সড়ক ডিপিপি বহির্ভূতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১২৯.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী।

১৭.৪ **ডিপিপিতে স্কীমের নাম অন্তর্ভুক্ত না থাকাঃ** অনুমোদিত প্রকল্পে ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ও ইউনিয়ন সড়কে নির্মিতব্য ব্রীজ/কালভার্ট কাজের জন্য নির্দিষ্টভাবে স্কীমের নাম উল্লেখ করা হয়নি, শুধু থোক পরিমাণ (কিঃমিঃ/মিঃ) উল্লেখ করা হয়েছে। পিপি অনুমোদন হওয়ার পর এলজিইডি হেড কোয়ার্টার কর্তৃক স্কীম নির্বাচন করে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন না করে কম গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপিতে ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের সংস্থান থাকলেও বিভিন্ন কম গুরুত্বপূর্ণ গ্রমীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ডিপিপিতে স্কীমের নাম অন্তর্ভুক্তপূর্বক ডিপিপি অনুমোদন করা হলে এহেন শৃংখলা পরিপন্থি কাজ করা সম্ভব হত না।

১৭.৫ **অসংখ্য ছোট ছোট চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নঃ** সংস্থার নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়- প্রকল্পের শুরু (২০০২-২০০৩) থেকে শেষ (২০০৯-২০১০) পর্যন্ত কমপক্ষে ৪৯৪টি কন্ট্রাক্ট এ্যাওয়ার্ড করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত ক্রয় সংক্রান্ত পদ্ধতিতে প্রকল্পের কোন কর্মসূচীকে নিম্নতর মূল্যমানের একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তাছাড়া কোন ভৌত কাজের স্কীমকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্যাকেজে বিভক্ত করলে কাজের গুনগতমান বজায় রাখা সম্ভব হয়না।

১৭.৬ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য প্রদান না করাঃ** প্রকল্প সমাপ্তি শেষে আইএমইডি'র নির্ধারিত ফরমেটে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পিসিআর (Project Completion Report) প্রেরণ করে থাকে। এ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে পিসিআর-এ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১৮। **সুপারিশঃ**

১৮.১ পিসিআর-এ বিভিন্ন স্থানে প্রকল্পের মোট ব্যয় বিভিন্ন রকম প্রদর্শন করা হয়েছে। মূল ব্যয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম প্রদর্শনের কারণ ও যৌক্তিকতা স্থানীয় সরকার বিভাগ আইএমইডিকে জানাতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৭.১)।

১৮.২ অনুমোদিত সংস্থান অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে কিনা এবং এখাতে কত অর্থ ব্যয় হয়েছে তা খতিয়ে দেখে স্থানীয় সরকার বিভাগ আইএমইডিকে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ-১৭.২)।

১৮.৩ ডিপিপি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ অতিরিক্ত সড়ক ও অর্থ ব্যয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কিভাবে করা হলো এবং এ বিষয়ে অনিয়ম হয়ে থাকলে স্থানীয় সরকার বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৭.৩)।

১৮.৪ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে সড়ক/ব্রীজ/কালভার্টের গুরুত্ব বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রণয়নপূর্বক ডিপিপিতে সংযুক্ত করে প্রকল্প অনুমোদন করা সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ-১৭.৪)।

১৮.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ/বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের কোন কর্মসূচীকে নিম্নতর মূল্যমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজে বিভক্ত করা পরিহার করে প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হলো (অনুচ্ছেদ-১৭.৫)।

১৮.৬ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে আইএমইডি'র নির্ধারিত ফরমেট যথাযথভাবে অনুসরণ করে পিসিআর (Project Completion Report) প্রণয়ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৭.৬)।

মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ ১৭টি পৌরসভা যথা- জয়পুরহাট, নীলফামারী, সৈয়দপুর, দিনাজপুর, পার্বতীপুর, কুড়িগ্রাম, নওগাঁ, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, মংলা, পিরোজপুর, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৬৭৫১৮.০০	৮৪২১৪.৯৬	৮২৮০৪.৬৩	জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে ডিসেম্বর, ২০০৩	জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০১০	জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০১০	১৫২৮৬.৬৩ (২২.৬৪%)	৬ বছর ৬ মাস (১৩০%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব (পরিমাণ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	২টি সিটি কর্পোরেশন ও ১৪টি পৌরসভা					
১।	সড়ক উন্নয়ন (সেতু/কালভার্টসহ)	কি:মি:	২৫২.৭০৯	৫২৮৫.৯৭	২৫২.৭০৯	৫২৫০.০৫
২।	ড্রেন নির্মাণ	কি:মি:	৩৯.১৫৭	২১৬৭.১১	৩৯.১৫৭	২১৬৭.১১
৩।	পাবলিক টয়লেট	সংখ্যা	৩৫	১৯২.৪৮	৩৫	১৯২.৪৮
৪।	স্মল বোর সুয়ারেজ সিষ্টেম	কি:মি:	৫.০৫	৯৬.৯২	৫.০৫	৯৬.৯২
৫।	বাস/ ট্রাক টার্মিনাল	সংখ্যা	১১	১৬৪৮.২০	১১	১৬৩৪.৬৯
৬।	মার্কেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৯	৬৩১.৭৫	১৯	৬৩১.৭৫
৭।	বসিত্ম উন্নয়ন	সংখ্যা	৮	১৮৬.৩৯	৬	১৩৯.৫৫
৮।	**পানি সরবরাহ পুর্নবাসন**					
	ক) নলকূপ পুনস্থাপন	সংখ্যা	১০	৩১৮.০০	১০	৩১৮.০০
	খ) নলকূপ মেরামত	সংখ্যা	১০	৮.৯৩	১০	৮.৯৩
	গ) পাম্প হাউজ সংস্কার	সংখ্যা	২০	৫২.৮০	২০	৫২.৮০
	ঘ) সরবরাহ লাইন সংস্কার	কি:মি:	১৫.৮২৭	৩৯.৫৬	১৫.৮২৭	৩৯.৫৬
	ঙ) গৃহ সংযোগসহ ফ্লো মিটার স্থাপন	সংখ্যা	২৫০০	৪৩.৯২	২৫০০	৪৩.৯২

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব (পরিমাণ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	চ) ষ্ট্রীট হাইড্রেন্ট পুনর্বাসন	সংখ্যা	১৫০	৫.৩৫	১৫০	৫.৩৫
	ছ) হস্তচালিত নলকূপ সংস্কার (ডীপ)	সংখ্যা	৫৪	২৭.৪৭	৫৪	২৭.৪৭
	জ) ওভারহেড ট্যাংক সংস্কার	সংখ্যা	১	৬.৪২	১	৬.৪২
	ঝ) ষ্টোরেজ সেড সংস্কার	সংখ্যা	১	৭.৮৯	১	৭.৮৯
	ঞ) ওয়াটার ট্রীটমেন্ট প্লান্ট	সংখ্যা	১	৮.০৮	১	৮.০৮
	ট) আয়রন রিমোভাল প্লান্ট	সংখ্যা	১	৬.১৫	১	৬.১৫
৯।	**সলিড ওয়েষ্ট কালেকশন ফ্যাসিলিটিজ**					
	ক) কমিউন্যাল বিন নির্মাণ	সংখ্যা	৬৮৪	৩২.০৫	৬৮৪	৩২.০৫
	খ) সলিড ওয়েষ্ট যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৫৮	৬.৯১	১৫৮	৬.৯১
	গ) রিক্সা ভ্যান	সংখ্যা	১২২	১৪.০৫	১২২	১৪.০৫
	ঘ) গার্বেজ ট্রাক-৫ টন	সংখ্যা	২	৩১.৯২	২	৩১.৯২
	ঙ) গার্বেজ ট্রাক-৩ টন	সংখ্যা	২	২১.৩১	২	২১.৩১
	চ) ডিমাউন্টেবল ক্যারিয়ার	সংখ্যা	১	১২.৭৫	১	১২.৭৫
	ছ) ডিমাউন্টেবল কন্টেইনার	সংখ্যা	২৮	১৩.৯৫	২৮	১৩.৯৫
	৩টি পার্বত্য পৌরসভা					
১০।	সড়ক উন্নয়ন	কি:মি:	৭০.৬৪২	২২১০.৩২	৭০.৬৪২	২১৮৫.২৮
১১।	অল ট্রাফিক সেতু/কালভার্ট	মিটার	১৫২	১৮৫.৩৮	১৫২	১৮৫.৩৮
১২।	লাইট ট্রাফিক সেতু/কালভার্ট	মিটার	১৭৭	৪৭.৬০	১৭৭	৪৭.৬০
১৩।	ড্রেন উন্নয়ন	কি:মি:	৯.৬২৮	৪৮৩.৫৩	৯.৬২৮	৪৮৩.৫৩
১৪।	ষ্টেপড় ফুটপাথ	মিটার	৫৯৬৩	১৩১.৮৭	৫৯৬৩	১৩১.৮৭
১৫।	রিটেনিং ওয়াল	মিটার	১৭৪	১৭.০১	১৭৪	১৭.০১
১৬।	ল্যান্ডিং ঘাট	সংখ্যা	১৭	১৬১.৯৫	১৭	১৬১.৯৫
১৭।	মার্কেট নির্মাণ	সংখ্যা	৭	৬৫.৮০	৭	৬৫.৮০
১৮।	পাবলিক টয়লেট	সংখ্যা	৯	৫৮.৯০	৯	৫৮.৯০
১৯।	কমিউনিটি সেন্টার	সংখ্যা	১	২৩.২৩	১	২৩.২৩
২০।	সম্লাটার হাউজ	সংখ্যা	১	৯.৯১	১	৯.৯১
২১।	মিনি সুপার মার্কেট	সংখ্যা	১	৭৩.০৯	১	৭৩.০৯
২২।	**বস্তি/কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট**					
	ক) ডাগওয়েল	সংখ্যা	৩০৩	২২৪.৩৮	৩০৩	২২৪.৩৮
	খ) ড্রেন-কাম-ফুটপাথ	মিটার	৩২৫৭	১৮০.৮৩	৩২৫৭	১৮০.৮৩
	গ) সারফেস ড্রেন	মিটার	৭২৯৭	১১৯.৭৩	৭২৯৭	১১৯.৭৩
	ঘ) ফুটপাথ	মিটার	১৬৮৫২	২২৯.৮১	১৬৮৫২	২২৯.৮১
	ঙ) ল্যান্ডিং এ্যাপ্রোচ	মিটার	৫৪২	৩১.৭৪	৫৪২	৩১.৭৪
২৩।	**পানি সরবরাহ**					
	ক) সিল্ড সারফেস ওয়েল	সংখ্যা	২২৫	১৪৪.০৭	২২৫	১৪৪.০৭
	খ) জিএল ষ্টোরেজ রিজার্ভার পুনর্বাসন	সংখ্যা	৪	৩৪.৮৬	৪	৩৪.৮৬
	গ) টিউবওয়েল/ডাগওয়েল	সংখ্যা	২৪২	১২৩.৩২	২৪২	১২৩.৩২
২৪।	টুইন পিট ল্যাট্রিন	সংখ্যা	১৪১৫৬	৯৯৩.১৪	১৪১৫৬	৯১৪.৫১
২৫।	**সলিড ওয়েষ্ট কালেকশন ফ্যাসিলিটিস**					
	ক) কমিউন্যাল বিন নির্মাণ	সংখ্যা	১১৬	৩.৬৭	১১৬	৩.৬৭
	খ) সলিড ওয়েষ্ট যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩	৩১.৯৬	৩	৩১.৯৬

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব (পরিমাণ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২৬।	**বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম- ১৯৯৮**					
	ক) সড়ক পুনর্বাসন (সেতু/কালভার্টসহ)	কি:মি:	৭৪৯.৫১	৯০০৫.৩১	৭৪৯.৫১	৯০০৫.৩১
	খ) কিচেন মার্কেট পুনর্বাসন	সংখ্যা	৩	১.৪৮	৩	১.৪৮
২৭।	**বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম- ২০০০**					
	সড়ক পুনর্বাসন (সেতু/কালভার্টসহ)	কি:মি:	২৬৮.৯৭	৩৪৮২.৬৬	২৬৮.৯৭	৩৪৮২.৬৬
২৮।	**বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম- ২০০৪**					
	ক) সড়ক পুনর্বাসন	কি:মি:	১১৭০	১৫৬৩৪.২৯	১১৭০	১৫৬৩৩.৩২
	খ) ড্রেন পুনর্বাসন	কি:মি:	১৯	৪২২.৫৮	১৯	৪২২.৫৮
	গ) সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসন	মিটার	২৩৫	১২৫.৬৬	২৩৫	১২৫.৬৬
	ঘ) অন্যান্য অবকাঠামো পুনর্বাসন	সংখ্যা	৯	৫.৬০	৯	৫.৬০
২৯।	**বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম- ২০০৭**					
	ক) সড়ক পুনর্বাসন	কি:মি:	১১২৫.৫১	২০২৫৭.৯৫	৬৮২.৬১	২০৩৮৮.০৮
	খ) ড্রেন পুনর্বাসন	কি:মি:	২৫	১১২৫.০০	২৪.৭০	১১২৩.০০
	গ) সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসন	মিটার	৩০০	৬০০.০০	২৯৬	৬৪৮.৫০
	ঘ) রিটেনিং ওয়াল	মিটার	২৪৪২	৩৬৬.৩০	২৪৪০	৩৬৫.৭৫
	ঙ) অন্যান্য অবকাঠামো পুনর্বাসন	থোক	-	৩০০.০০	-	৩০০.০০
৩০।	**যন্ত্রপাতি ও যানবাহন**					
	ক) ৮-১০ টন রোড রোলার	সংখ্যা	১৯	৩৮৩.২৭	১৯	৩৮৩.২৭
	খ) ট্রাক্টর ও ট্রেইলর	সংখ্যা	৯	৯৩.৮৩	৯	৯৩.৮৩
	গ) ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার	সংখ্যা	১	১২.১৯	১	১২.১৯
	ঘ) ট্রাক মাউন্টেড ওয়াটার ব্রাউজার	সংখ্যা	৫	৭২.০৯	৫	৭২.০৯
	ঙ) ফ্লো মিটার	সংখ্যা	২৫৭৬	৩৩.২৩	২৫৭৬	৩৩.২৩
	চ) ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস	লট	১০	৯৩.৫৩	১০	৯৩.৫৩
	ছ) হাইড্রোলিক ইলাভেটিং প্লাটফরম	সংখ্যা	৩	৭১.০৭	৩	৭১.০৭
	জ) লেভেলিং যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৯	১২.০১	১৯	১২.০১
	ঝ) কম্পিউটার ও প্রিন্টার	সংখ্যা	২৩	২৫.৯৭	২৩	২৫.৯৭
	ঞ) ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২১	১৫.৩১	২১	১৫.৩১
	ট) ফ্যাক্স	সংখ্যা	২০	৬.০০	২০	৬.০০
	ঠ) অফিস আসবাবপত্র	থোক	-	২৬.৮৯	-	২৬.৮৯
	ড) জীপ	সংখ্যা	২৪	২২০.৭৩	২৪	২২০.৭৩
	ঢ) মটরসাইকেল	সংখ্যা	৩৮	২৬.৯৮	৩৮	২৬.৯৮
	ণ) পিক-আপ	সংখ্যা	১	১২.৪৯	১	১২.৪৯
৩১।	জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	১০.৫৩৫	৩৮৭.৬৫	১০.৫৩৫	৩৮৭.৬৫
৩২।	**কারিগরী সহায়তা**					
	ক) ডিজাইন ও সুপারভিশন	থোক	-	১৮৮১.৪৭	-	১৮৮১.৪৭
	খ) ইনষ্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	-	৪৩৭৪.৮৬	-	৪৩৭০.৫৫
	গ) কনসালটেন্সি সার্ভিস বন্যা-২০০৪	থোক	-	৭১৪.৫৫	-	৭১৪.৫৫

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব (পরিমাণ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	ঘ) কনসালটেন্সি সার্ভিস বন্যা-২০০৭	থোক	-	৮৭১.১২	-	৮০৬.৯৮
৩৩।	ষ্টাডিজ	থোক	-	১৩৪৬.৮৮	-	১২৫১.৯৪
৩৪।	প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও ডকুমেন্টেশন	থোক	-	৩৫০.০০	-	৩২৮.৬৭
৩৫।	আনুষাংগিক	থোক	-	১৯২৪.১৭	-	১৫৪৭.৪০
৩৬।	শুল্ক ও কর	থোক	-	৯৪৩.৩১	-	৯৪৩.৩১
৩৭।	বেতন ভাতাদি	থোক	-	১৯৪৭.০৫	-	১৭১২.০৯
৩৮।	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	-	৫৮৯.০৫	-	০.০০
	মোটঃ		**১০০%**	**৮৪২১৪.৯৬**	**৯৯.৬০%**	**৮২৮০৪.৬৩ (৯৮.৩৩%)**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের অধীনে ২টি বস্তি উন্নয়ন এবং ৪৪২.৯০ কিঃমিঃ সড়ক পুনর্বাসন (বন্যা ২০০৭ এ ক্ষতিগ্রস্ত) কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে জমির দুস্প্রাপ্যতার কারণে দুইটি বস্তি উন্নয়ন সম্পন্ন করা যায়নি। তাছাড়া সড়ক পুনর্বাসনে অন্তর্ভুক্ত অতিরিক্ত ড্রেন, ব্রীজ/কালভার্ট ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ এবং দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির ফলে বরাদ্দকৃত অর্থে অবশিষ্ট ৪৪২.৯০ কিঃমিঃ সড়ক পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ**

দেশের নগর জনসংখ্যা দৈনন্দিন বিস্ময়কর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০-২৫ শতাংশ শহরে বসবাস করে। ১৯৯০ এর দশকে নগরায়ন ঘটেছে মূলতঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট মহানগরীতে। সে তুলনায় ছোট শহরগুলোতেও জনসংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনসংখ্যাই ছোট-বড় শহরে এসে ভিড় জমানো শুরু করছে। ফলে ছোট-বড় শহরগুলোতে নগর সার্ভিস ডেলিভারী উন্নয়নে সরকারী সহায়তা জরুরী হয়ে পড়ে। পৌরসভাসমূহের সম্পদের স্বল্পতার কারণে পৌর এলাকার বর্ধিত চাহিদার আলোকে রাস্তাঘাট ও ড্রেন নির্মাণ, বাজার ও বাস টার্মিনাল উন্নয়ন, আবর্জনা অপসারণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়ন ও পৌর সুবিধাদির উপর চাপ বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিদ্যমান সুবিধাদির অবনতি ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৌর অবকাঠামো উন্নয়ন ও পৌরসভার সেবার চাহিদাও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বর্ধিত চাহিদা মেটাতে ১৯৯০ সাল থেকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও অন্যান্য দাতা সংস্থা শহরাঞ্চলের অবকাঠামো ও ভৌত সেবা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পে অর্থায়ন করে আসছে। সুশাসনের অন্তর্নিহিত ইস্যুগুলোতে যথাযথভাবে নজর দিতে না পারলে বৈষয়িক অগ্রগতিকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। শহরগুলোতে দৈনন্দিন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় অবকাঠামো উন্নয়ন খুবই অপ্রতুলতার দিক বিবেচনায় এনে জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে ডিসেম্বর, ২০০৩ মেয়াদে আইডিএ-এর আর্থিক সহায়তায় ''মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস'' শীর্ষক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) ২টি নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশন (রাজশাহী ও খুলনা) এবং ১৭টি মাঝারী পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর অবকাঠামো সার্ভিসের উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ জোরদারকরণ; (খ) নগর অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্থায়নে উন্নত পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে সম্পদ বরাদ্দ পদ্ধতি ও আর্থিক শৃংখলা আনয়ন; এবং (গ) নগর অবকাঠামো ও সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নগর দারিদ্রতা হ্রাসকরণ এবং পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন।

৮। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ৮৪২১৪.৯৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ১৪৯৪৭.৯৬ লক্ষ টাকা এবং আইডিএ-এর প্রকল্প সাহায্য ৬৯২৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

৯। **<u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ</u>**

প্রকল্পের মূল ডিপিপি ৬৭৫১৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩৪.৭০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬০২৮৩.৩০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে ডিসেম্বর, ২০০৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৩/০৩/১৯৯৯ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ৩ বার সংশোধন করা হয়।

৯.১। **১ম সংশোধনঃ** প্রকল্পের বাস্তব কাজের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত ১৪.৩ মিলিয়ন আইডিএ ঋণ প্রাপ্তি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ৭৯২৩৫.০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৯০৯.৬৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০৩২৫.৩৭ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং এক বছর সময় বৃদ্ধি করে জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে ডিসেম্বর, ২০০৪ মেয়াদে ১ম বার প্রকল্প সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ২৫/০৫/২০০২ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.২। **২য় সংশোধনঃ** ২০০০ ও ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কতিপয় পৌরসভার পুনর্বাসন কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি, প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী বাস্তব কাজের পরিমাণ ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৭৮৬০.৪৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৭৬৯.২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৯০৯১.২১ লক্ষ টাকা) এবং জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে ২য় বার সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ১২/১২/২০০৪ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.৩। **৩য় সংশোধনঃ** ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পৌরসভাসমূহের পুনর্বাসনের জন্য প্রকলের আওতায় বিশ্বব্যাংক ২৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি, প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী বাস্তব কাজের পরিমাণ ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪২১৪.৯৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৯৪৭.৯৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৯২৬৭.০০ লক্ষ টাকা) এবং জানুয়ারী, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে ৩য় বার সংশোধন করা হয়। ৩য় সংশোধিত ডিপিপি গত ৩০/০১/২০০৮ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০। **<u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>** আইএমইডি কর্তৃক গত ০৩/০৪/২০১১ তারিখে বান্দরবান, ০৪/০৪/২০১১ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

১০.১। **পরিদর্শন অংশঃ**

বান্দরবন জেলাঃ এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি সেতু, ১টি মার্কেট ও ১টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সেতু, মার্কেট ও ল্যান্ডিং ঘাট -এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। (ক) ইসলামপুর-লাংগীপাড়া সড়কে সেতু নির্মাণ (খ) ৯২ মিটার	ক) ১১৩.৭২ খ) ১৩২.৮৫ গ) ১৩৩.৬১ ঘ) ১০০%	ক) ২৭/০৫/২০০৪ খ) ২৮/০২/২০০৫	৯২ মিটার দীর্ঘ মোট তিনটি ব্রীজের (৩০ মিঃ+১৫মিঃ+২৭ মিঃ+২০মিঃ) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সেতু তিনটি নির্মাণের ফলে ইসলামপুর ও লাংগীপাড়ার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেতুগুলো পাহাড়ী এলাকায় নির্মিত। বর্তমানে দুটি সেতুর এবার্টমেন্টের নিকট মাটি বসে এ্যাপ্রোচ সড়ক নষ্ট হচ্ছে। লাংগীচরে অবশিষ্ট সেতুটির এ্যাপ্রোচ সড়ক না থাকায় Community Connectivity বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাছাড়া এ সেতুর এবার্টমেন্টের নিকট মাটি সরে গেছে। স্থানীয় পৌরসভা প্রশাসন এ সেতুটির এ্যাপ্রোচ নির্মাণ এবং এ ব্রীজসহ অন্যান্য ব্রীজের এবার্টমেন্টের নিকট মাটি ভরাটের ব্যবস্থা করে জনসাধারণের চলাচলের অধিকতর সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।
২। (ক) বান্দরবন পৌরসভায় মিনি সুপার মার্কেট (তিনতলা) নির্মাণ	ক) ৯০.৮৮ খ) ৯৯.৬৯ গ) ৭৩.০৯ ঘ) ১০০%	ক) ২০/১১/২০০৩ খ) ২৬/০২/২০০৫	তিনতলা বিশিষ্ট এ ভবনটির নির্মাণ কাজ ফেব্রুয়ারী,২০০৫ সালে সমাপ্ত হয়েছে। কাজের গুনগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে। ভবনটিতে লিফ্ট এর সংস্থান থাকলেও কোন লিফ্ট স্থাপন করা হয়নি। ভবনটি নির্মাণের পর ৬ বছর অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি এটি দোকান মালিকদের নিকট বরাদ্দ দেওয়া হয়নি এবং বর্তমানে সম্পূর্ণ অলস (ideal) অবস্থায় পড়ে আছে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ জানান যে, ভবনটি নির্মাণের পূর্বে ঐ স্থানে যে সমস্ত দোকান মালিক ব্যবসা করত তারাই বিনা ভাড়ায় ভবনটির দোকানগুলো বরাদ্দ নিতে চায়। পৌর কর্তৃপক্ষ এতে রাজী না হওয়ায় তারা কোর্টে মামলা দায়ের করে। মামলার রায় চুড়ান্ত না হওয়ায় ভবনটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ভবনটিতে ৩২টি দোকান আছে। এগুলো ভাড়ায় ব্যবহার করা গেলে পৌর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় বেশ বৃদ্ধি পেত।
৩। (ক) মারমাপাড়া বাজারের প্রাইমারী স্কুলের নিকট ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ (খ) ২২ মিটার	ক) ২.৪৭ খ) ২.৭১ গ) ২.৭০ ঘ) ১০০%	ক) ০৯/০৮/২০০৩ খ) ০৭/০১/২০০৪	২২ মিটার দীর্ঘ এ ল্যান্ডিং ঘাটটি সাংগু নদীতে তৈরী করা হয়েছে। ২০০৪ সালে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঘাটটি বর্তমানে ভাল অবস্থায় (good condition) দেখা গেছে। বর্ষাকালে ঘাটটির ব্যবহার অধিকতর বেশী হয়। তবে বর্তমানে নোংরা অবস্থায় দেখা গেছে। বান্দরবন পৌর কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম গ্রহণসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে।

১০.২। **রাঙ্গামাটি জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ১টি কিচেন মার্কেট, ১টি ল্যান্ডিং ঘাট, ১টি ফুট ব্রীজ এবং ১টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত কিচেন মার্কেট, ল্যান্ডিং ঘাট, ফুট ব্রীজ এবং কমিউনিটি সেন্টার -এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৪)
১। (ক) রিজার্ভ বাজারে কিচেন মার্কেট নির্মাণ	ক) ৪.৮০ খ) ৪.৮৯ গ) ৪.৮৯ ঘ) ১০০%	রিজার্ভ বাজারে ২টি সেড নির্মাণ করা হয়েছে (৩০ ফুট x ২৫ ফুট প্রতিটি)। তাছাড়া মেঝেও পাকা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। সেডগুলো বর্তমানে চালু এবং ভাল অবস্থায় দেখা গেছে।
২। (ক) ট্রাক টার্মিনালের নিকট ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ	ক) ৩.৬৫ খ) ৩.৬২ গ) ৩.৬২ ঘ) ১০০%	রাঙ্গামাটি জেলা শহরে ট্রাক টার্মিনালের পাশে এ ল্যান্ডিং ঘাটটি নির্মাণ করা হয়েছে। নীচে ফাউন্ডেশন দিয়ে কলাম উঠানো হয়েছে এবং তার উপর সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে বিধায় বন্যায় বা পানির স্রোতেও এটি অধিকতর টেকসই। জনসাধারণ নৌকায় মালামাল এনে ঘাটে ভিড়তে পারে। ঘাটটির বর্তমান অবস্থা ভাল। তবে এটি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ অধিকতর যত্নবান হতে পারে।
৩। (ক) গর্জনতলী বসুন্ধরা সড়কে ফুট ব্রীজ নির্মাণ (খ) ১১০ মিটার	ক) ১৭.০০ খ) ১৬.৭১ গ) ১৬.৭১ ঘ) ১০০%	এ সেতুটির দৈর্ঘ্য ১১০ মিটার এবং প্রশস্ততা ৬ ফুট। ছয় স্প্যান বিশিষ্ট এ সেতুটি বর্তমানে জনগণ ব্যবহার করছে এবং গুনগতমান ভাল বলে মনে হয়েছে। তবে সেতুটির একপাশে এবার্টমেন্টের নিকট এ্যাপ্রোচ বসে গেছে। সেতুটি যথাযথ ব্যবহারের স্বার্থে পৌর কর্তৃপক্ষ এবার্টমেন্টের নিকট এ্যাপ্রোচ মেরামত করতে পারে।
৪। (ক) কমিউনিটি সেন্টার (চিলড্রেন রিক্রিয়েশন সুবিধাসহ) নির্মাণ (খ) ১টি	ক) ২৩.২৩ খ) ২৩.২৩ গ) ২৩.২৩ ঘ) ৪৫%	রাঙ্গামাটি জেলায় লেকের পাড়ে অবস্থিত পার্কের মধ্যে একটি কমিউনিটি সেন্টার এবং পার্কের অভ্যন্তরে Walk way, ছাওনি (ছাতা), লেকপাড়ে সিঁড়ি ইত্যাদি নির্মাণের সংস্থান ছিল। সংস্থান অনুযায়ী পার্কের অভ্যন্তরে কমিউনিটি সেন্টার ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারটির ফাউন্ডেশন শেষ করে মাত্র ১ম তলার জন্য পিলার তৈরী করে অসমাপ্ত অবস্থায় এটি ফেলে রাখা হয়েছে। স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে পরিবেশবাদী (বেলা) কর্তৃক পার্কের অভ্যন্তরে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ না করার জন্য মামলা করলে পরবর্তীতে তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি।

১০.৩। **প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমঃ**

মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম-এর ইম্প্লিমেন্টিং ইউনিট হিসেবে প্রকল্পের আওতায় 'মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট' (এমএসইউ) গঠন করা হয়। দেশের পৌরসভাসমূহ/সিটি কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এমএসইউ প্রণীত 'মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম' তৈরী করা হয়। এই প্রোগ্রামের মূল কর্মকান্ডগুলো হচ্ছে- পৌরসভার পৌরকর শাখার কম্পিউটারাইজেশ্ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, হিসাব-নিকাশ শাখার কম্পিউটারাইজেশ্ন ও এর উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, পৌর পানি সরবরাহ শাখার কম্পিউটারাইজেশ্ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, ট্রেড্ লাইসেন্স কম্পিউটারাইজেশ্ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, নন্-মোটরাইজড্ ভিহকল (রিক্সা) লাইসেন্স কম্পিউটারাইজেশ্ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, ভৌত অবকাঠামোর কম্পিউটারাইজড্ ডাটাবেইস্ ও পৌরসভার বেইস্ ম্যাপ প্রণয়ন এবং কমিউনিটি মৌবিলাইজেশ্ন সাপোর্টস টু পৌরসভা। প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী ও খুলনা রিজিওনের ১৪টি পৌরসভা, ২টি সিটি কর্পোরেশন ও দেশের ৩টি পার্বত্য জেলা পৌর শহরে এ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

১০.৪। **কর্মসূচির উপর প্রশিক্ষণ :**

পৌরসভার বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারিগণই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ সমস্ত প্রশিক্ষণের মধ্যে বেসিক আইডিয়া অন কম্পিউটার, বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সফট্ওয়্যার অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, অন্-দি-জব্,

ইন্জিনিয়ারিং সার্ভে (ক্লাস রুম এন্ড ফিল্ড্ ট্রেইনিং), বেইস্ ম্যাপ প্রণয়ন (অটোক্যাড কমান্ড ব্যবহার করে), পাব্লিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ (মেয়র, নির্বাহী প্রকৌ, সহকারি প্রকৌ), কোয়ালিটি কন্ট্রোল অব্ মেটেরিয়ালস্ এন্ড টেস্টিং, অপারেশন এন্ড মেইনটিন্যান্স, ডাব্ল্ এন্ট্রি একাউন্টিং সিস্টেম্ (হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষক বিএমডিএফভুক্ত পৌরসভার জন্য), প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, রি-ফ্রেশার্স ট্রেইনিং কোর্স ইত্যাদি। এছাড়া 'মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম'-এর রূপরেখা বর্ণনা, পৌর নাগরিকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নাগরিক হিসাবে নগর সুশাসনে অংশগ্রহণ, পৌরসভায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য বিভিন্ন কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়- জুন, ২০১০ পর্যন্ত ৭৭৪ ব্যচে ২২৩৪ জন মহিলাসহ মোট ১৭৫৯৯ প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্প মেয়াদকালে সংশোধিত এডিপি'র মাধ্যমে মোট ৯০০৩৮.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬০৯৬.২৫ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৭৩৯৪২.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে জুন, ২০১০ পর্যন্ত মোট অবমুক্ত হয়েছে ১৫০২১.৫৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৮২৮০৪.৬৩ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয়ের ৯৮.৩৩%। জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৬০%। নিম্নে প্রকল্পের অনুকূলে বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করা হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য	(জিওবি)	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য	(জিওবি)
১৯৯৮-১৯৯৯	৭৬০.০০	১০.০০	৭৫০.০০	১০.০০	৭.৮৮	৭.৮৮	০.০০	২.১২
১৯৯৯-২০০০	৩১৯১.২৫	৬৯১.২৫	২৫০০.০০	২২৩.২৫	১৭৪২.৭৯	২১৬.৯১	১৫২৫.৮৮	৬.৩৪
২০০০-২০০১	৮৪০০.০০	১৪০০.০০	৭০০০.০০	১০১০.৭১	৮০০৫.৩৯	১০০৫.৩৯	৭০০০.০০	৫.৩২
২০০১-২০০২	১৪৫০০.০০	২০০০.০০	১২৫০০.০০	১৯৪৯.৫০	১১৯৩৬.৮১	১৮৪২.৮৫	১০০৯৩.৯৬	১০৬.৬৫
২০০২-২০০৩	৮১৭৭.০০	১২৫০.০০	৬৯২৭.০০	১১২৩.৮২	৭৭৮৬.১৬	১১১৬.৬০	৬৬৬৯.৫৬	৭.২২
২০০৩-২০০৪	৪১৭৫.০০	৬৭৫.০০	৩৫০০.০০	৬৬৫.০৪	৪০৫০.০০	৬১২.৩৬	৩৪৩৭.৬৪	৫২.৬৮
২০০৪-২০০৫	৩৩০০.০০	৮০০.০০	২৫০০.০০	৮০০.০০	৩২২৪.১৪	৭২৪.১৪	২৫০০.০০	৭৫.৮৬
২০০৫-২০০৬	৮১৬৫.০০	১০১৫.০০	৭১৫০.০০	১০১৫.০০	৭৭৫৬.৭৫	৯৩২.৯৪	৬৮২৩.৮১	৮২.০৬
২০০৬-২০০৭	১২০০০.০০	২০০০.০০	১০০০০.০০	১৯৬৯.২৫	১১৩০৮.৫৯	১৭৪৫.৬৪	৯৫৬২.৯৫	২২৩.৬১
২০০৭-২০০৮	২১২০.০০	৮৬০.০০	১২৬০.০০	৮৬০.০০	১৮৪৫.৬৮	৬৭১.২৬	১১৭৪.৪২	১৮৮.৭৪
২০০৮-২০০৯	৭২০০.০০	১৫৪৫.০০	৫৬৫৫.০০	১৫৪৫.০০	৭১৮৫.৮০	১৫৩০.৮০	৫৬৫৫.০০	১৪.২০
২০০৯-২০১০	১৮০৫০.০০	৩৮৫০.০০	১৪২০০.০০	৩৮৫০.০০	১৭৯৫৪.৬৪	৩৭৫৯.৭২	১৪১৯৪.৯২	৯০.২৮
মোটঃ	**৯০০৩৮.২৫**	**১৬০৯৬.২৫**	**৭৩৯৪২.০০**	**১৫০২১.৫৭**	**৮২৮০৪.৬৩**	**১৪১৬৬.৪৯**	**৬৮৬৩৮.১৪**	**৮৫৫.০৮**

সূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR)।

উপরের সারণী হতে দেখা যায়- বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৯০০৩৮.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬০৯৬.২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৩৯৪২.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৮২৮০৪.৬৩ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৪১৬৬.৪৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৮৬৩৮.১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকুলে মোট ছাড়কৃত জিওবি অর্থ ১৫০২১.৫৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪১৬৬.৪৯ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন অর্থবছরে ছাড়কৃত জিওবি অর্থের মধ্যে ৮৫৫.০৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে উক্ত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

১২। **সুবিধাভোগীদের মতামতঃ**

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পৌরসভায় বসবাসকারীগণ এ বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বেশ কিছু পৌরসভায় সড়ক পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ড্রেন পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, নলকূপ স্থাপনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ঘাট উন্নয়ন, বসিত্ম উন্নয়ন, মার্কেট নির্মাণ এবং বিগত বছরগুলোতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে পৌরসভায় বসবাসকারী জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেকাংশে উন্নতি লাভ করেছে। দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে আর্থিকভাবে তারা স্বাবলম্বী হয়েছে। শ্রমজীবি ও কর্মজীবি নারীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ড্রেন নির্মাণের ফলে পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে শহরে জলাবদ্ধতা অনেকাংশে কমে গেছে। পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জানান যে, প্রোগ্রাম সূচনার পর থেকে পৌরসভার দৈনদিন কাজের মানে গুণগত ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, পৌরকর, পানি শাখার রাজস্ব আয়/আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, হিসাব-নিকাশে পূর্বাপেক্ষা স্বচ্ছতা এসেছে, হিসাব

পদ্ধতির (ডাবল্ এন্ট্রি একাউন্টস্) প্রচলন শুরু করা সম্ভব হয়েছে, কাজের সময় ও কর্মঘন্টার সাশ্রয় হয়েছে, পূর্ত কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে। 'নগর সমন্বয় কমিটি' ও 'ওয়ার্ড কমিটি' গঠনের ফলে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পৌর কাজে নাগরিকগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ**

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) পর্যায়ক্রমে ২ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের নাম ও দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল উল্লেখ করা হলঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালন মেয়াদকাল	দায়িত্ব পালনের মোট সময়
১।	জনাব মোঃ আবদুল করিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০২/০৮/১৯৯৯ হতে ০৬/০৯/২০০৫	৫ বছর ১ মাস
২।	জনাব ইফতেখার আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী	০৬/০৯/২০০৫ হতে ২০/০৭/২০১০	৯ বছর ১০ মাস

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত ফলাফল
ক) ২টি নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশন (রাজশাহী ও খুলনা) এবং ১৭টি মাঝারী পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর অবকাঠামো সার্ভিসের উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ জোরদারকরণ;	প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভাসমূহে হোল্ডিং ট্যাক্স বিল প্রণয়ন, হিসাব-নিকাশ, পানি সরবরাহ বিল, ট্রেড লাইসেন্স, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বেইজ নকশা কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে অনুসরণ করা হয়েছে। পৌরসভার মেয়র, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্রয় পরিকল্পনা, প্রকৌশলগত, হিসাব সংক্রান্ত ও পৌর পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প থেকে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃ নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
খ) নগর অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্থায়নে উন্নত পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে সম্পদ বরাদ্দ পদ্ধতি ও আর্থিক শৃংখলা আনয়ন;	পৌরসভার উন্নয়নে অর্থ সহায়তাকারী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব কোম্পানী বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) গঠন করা হয়েছে। বিএমডিএফ পৌরসভাগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করছে। রাজস্ব আদায়ে যোগ্যতা অর্জন, দক্ষতার সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনকারী পৌরসভাসমূহকে বিএমডিএফ অর্থ সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিএমডিএফ-এর নিয়মাবলী অনুসরণ করে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশ তৈরি ও আর্থিক শৃংখলা আনয়ন সহজসাধ্য হয়েছে।
গ) নগর অবকাঠামো ও সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নগর দারিদ্রতা হ্রাসকরণ এবং পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন।	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ, ড্রেনেজ নির্মাণ, পৌর রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, বাজার উন্নয়ন, বসিম্ব উন্নয়ন, ঘাট উন্নয়ন, টয়লেট নির্মাণ এবং ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসনে শহরের দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকজন নিয়োজিত থেকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। পৌরসভার স্বাস্থ্যগত উন্নতি হয়েছে। দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান ও আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নগর দারিদ্রতা ও পরিবেশগত অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।

১৫। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ**

পরিদর্শিত জেলাগুলোর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৭। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১। **বিভিন্ন খাতে অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ঃ** বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম-২০০৭ এর আওতায় ১১২৫.৫১ কি.মি. সড়ক পুনর্বাসন বাবদ ২০২৫৭.৯৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬৮২.৬১ কি.মি. (৬০.৬৫%) সড়ক পুনর্বাসন করে ২০৩৮৮.০৬ লক্ষ টাকা (১০০.৬৫%) ব্যয় করা হয়েছে অর্থাৎ ৬০.৬৫% বাস্তব কাজ করে ১০০.৬৫% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অন্যদিকে, ৩০০ মিটার সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসন বাবদ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২৯৬ মিটার পুনর্বাসন বাবদ ৬৪৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৯৮.৬৭% বাস্তব কাজ করে ১০৮.০৮% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত সংস্থানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আর্থিক ব্যয় ও বাস্তব কাজ করা হয়েছে যা শৃংখলা পরিপন্থী।

১৭.২। **প্রকল্পের আওতায় বান্দরবন জেলায় নির্মিত মিনি সুপার মার্কেটটি ব্যবহৃত না হওয়াঃ** সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয়ে বান্দরবন জেলায় নির্মিত তিন তলা বিশিষ্ট সুপার মার্কেটটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে মার্কেট নির্মাণের পূর্বে ঐ স্থান ব্যবহারকারী দোকানীরা বিনামূল্যে নির্মিত ভবনে দোকান বরাদ্দ নিতে চাইলে পৌর কর্তৃপক্ষ এতে রাজী না হওয়ায় তারা মামলা দায়ের করায় দোকান বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

১৭.৩। **প্রকল্পে সংগৃহীত যানবাহন সরকারী যানবাহন পুলে জমা না দেওয়া :** প্রকল্পের অধীনে মোট ২৪টি জীপ, ১টি পিক-আপ, ৩৮টি মোটর সাইকেল, ৯টি ট্রাক্টর ও ১৯টি রোড রোলার সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তি শেষে এগুলো নিয়মানুযায়ী সরকারী যানবাহন পুলে জমা দানের বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। উল্লেখ্য এ যানবাহনগুলো এলজিইডি'র বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৭.৪। **প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব (Time Over-run) ও ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over-run):** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ০৩/০৩/১৯৯৯ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারন করা ৫ বছর (১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে ৩ বার প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং জুন,২০১০ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ১১ বছর ৬ মাস সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৬ বছর ৬ মাস বেশী (১৩০%)। ৫ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ১৩০% বেশী সময় ব্যয়ে বাস্তবায়ন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। অন্যদিকে প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ৬৭৫১৮.০০ লক্ষ টাকা থেকে ৩ বার সংশোধনপূর্বক ৮৪২১৪.৯৬ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫২৮৬.৬৩ লক্ষ টাকা (২২.৬৪%)। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে একদিকে এর বাস্তবায়ন ব্যয় কম হতো অন্যদিকে এর সুফল জনগন সঠিক সময় থেকেই ভোগ করতে পারত।

১৮। **সুপারিশঃ**

১৮.১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বহির্ভুতভাবে বাস্তব কাজ ও আর্থিক ব্যয় সংক্রান্ত যে অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিষয়ে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.৩)।

১৮.২। বান্দরবন জেলায় নির্মিত তিন তলা বিশিষ্ট সুপার মার্কেটটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। পৌর কর্তৃপক্ষ নির্মিত ভবনে বিনামূল্যে দোকান বরাদ্দ না দেওয়ায় মামলা জটিলতার কারণে মার্কেটটি বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সুপার মার্কেটটি ব্যবহার উপযোগী করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.২)।

১৮.৩। প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত গাড়ীগুলোর বিষয়ে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.৪)।

১৮.৪। আলোচ্য প্রকল্পে অস্বাভাবিক টাইম ওভাররান (৬ বছর ৬ মাস) কোন মতেই সমীচীন হয়নি। মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার (অনুচ্ছেদ ১৭.১)।

সিলেট বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২য় পর্যায়
(সমাপ্তঃ জুন,২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৫০০০.০০	১৭৯৪৪.৬০	১৭৮৭৭.৩৭	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৮ (৪ বছর)	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০ (৬ বছর)	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০ (৬ বছর)	২৮৭৭.৩৭ (১৯.১৮ %)	২ বছর (৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	জিওবি পার্ট					
১।	**১০০% জিওবি অংশ**					
	(ক) অফিসারদের বেতন	জন	২৪	৩৪.০০	২১ (৮৭.৫০ %)	২৯.০৮ (৮৫.৫৩%)
	(খ) কর্মচারীদের বেতন	জন	২৬	২২.০০	২৪ (৯২.৩১ %)	১৯.৯৪ (৯০.৬৪%)
	(গ) ভাতাদি	থোক	-	৪৭.০০	-	৪২.৪৬ (৯০.৩৪%)
	(ঘ) সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	৬০.০০	-	৫৯.৭৭ (৯৯.৬২%)
	(ঙ) মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	**-**	**১৮.০০**	**-**	**১৭.২৩ (৯৫.৭২%)**
	উপমোট (রাজস্ব):			**১৮১.০০**		**১৬৮.৪৮**
২।	**মূলধন ব্যয়ঃ**					
	(ক) যানবাহন (মোটরসাইকেল)	সংখ্যা	২০	২২.৫০	২০ (১০০%)	২১.১২ (৯৩.৮৭%)
	(খ) বৃক্ষরোপণ	কিঃ মিঃ	৪৩.৭৫	৩৫.০০	২৫.৪০ (৫৮.০৬ %)	১৮.৭২ (৫৩.৪৮%)
	(গ) জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	০.০৬৭	১.০০	০.০৬৭ (১০০%)	০.৭৭ (৭৭%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(ঘ) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	৩৯.০০	১৩০৬.৫০	৩৫.৫২ (৯১.০৮ %)	১১৭৬.৪৯ (৯০.০১%)
	(ঙ) উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	২৪৮.০০	৪৯৬.০০	৪৮২.২০ (১৯৪.৪ ৩%)	৮৪৩.৪২ (১৭০.০৪%)
	(চ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	১৩৭.০০	৩৫৬২.০০	১৫১.১৩ (১১০.৩১ %)	৩১২৭.২১ (৮৭.৭৯%)
	(ছ) ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৫০০.০০	৭৫০.০০	৭৩০.৮০ (১৪৬.১ ৬%)	৯৫৬.৫২ (১২৭.৫৪%)
	(জ) সিডি ভ্যাট	থোক	-	১৫.০০	-	১৫.০০ (১০০%)
	(ঝ) ট্রেনিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ	থোক	-	১০.০০	-	৮.৪০ (১০০%)
	(ঞ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	-	৩৪.০০	-	-
	উপমোট (মূলধন):			৬২৩২.০০		৬১৬৭.৬৫
	বন্যা পুনর্বাসন-২০০৭					
	(ট) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	১২.০০	২৪০.০০	২০.১৪৫ (১৬৭.৮ ৭%)	২৪৭.০৬ (১০২.৯৪%)
	(ঠ) উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৫০.০০	১২৫.০০	৫২.৫০ (১০৫%)	১০৪.৬৪ (৮৩.৭১%)
	(ড) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	৩০.০০	৪৮০.০০	৩৫.৬৭১ (১১৮.৯ ০%)	৪১৬.৯৩ (৮৬.৮৬%)
	(ঢ) ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৭৫.০০	১৫০.০০	৬৩.২০ (৮৪.২৭ %)	১২৭.৮৯ (৮৫.২৬%)
	(ণ) গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	২৫.০০	৩২৫.০০	৬৪.৯২৭ (২৫৯.৭ ১%)	৩৮৮.৮৪ (১১৯.৬৪%)
	(ত) গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৫০.০০	৭৫.০০	১১৩.০২ (২২৬.০ ৪%)	১৩৯.৫৩ (১৮৬.০৪%)
	(থ) মাটির কাজ (ক্ষতিগ্রস্ত সড়কে)	কিঃ মিঃ	৩৫.০০	১০৫.০০	৩০.৫১৫ (৮৭.১৮ %)	৭৫.১১ (৭১.৫৩%)
	উপমোট (বন্যা পুনর্বাসন-২০০৭):			**১৫০০.০০**		**১৫০০.৬৭**
	উপ সর্বমোটঃ			৭৯১৩.০০		৭৮৩৬.১৩
	আইডিবি অংশ					
৩।	**রাজস্বঃ**					
	(ক) অফিসারদের বেতন	জন	২৪	২৮.৩৮	২১	২৮.৩৭

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
					(৮৭.৫০ %)	(৯৯.৯৬%)
	(খ) কর্মচারীদের বেতন	জন	২৬	১৯.৯০	২৪	১৯.৯০ (১০০%)
	(গ) ভাতাদি	থোক		৩২.৪১		৩২.৪২ (১০০.০৩%)
	(ঘ) সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	৬৮.১৯	-	৬৮.১৯ (১০০%)
	(ঙ) ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন কনসালটেন্ট	থোক	-	১২৪.৫০	-	১১৩.৪৬ (৯১.১৩%)
	(চ) মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	-	১৯.২৩	-	১৯.২৩ (১০০%)
	উপমোট (রাজস্ব):			২৯২.৬১		২৮১.৫৭
৪।	**মূলধন ব্যয়ঃ**					
	(ক) ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট	সেট	৪	১২.০০	৪ (১০০%)	১১.৯৬ (৯৯.৬৭%)
	(খ) ভাইব্রেটরী রোড রোলার	সংখ্যা	৮	১৯৯.৩২	৮ (১০০%)	১৯৯.৩২ (১০০%)
	(গ) কম্পিউটার এক্সেসরিজ	সংখ্যা	৭	৭.০০	৭ (১০০%)	৬.৬৪ (৯৪.৮৬%)
	(ঘ) ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	৩.৫৮	২ (১০০%)	৩.৫৮ (১০০%)
	(ঙ) ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	১	০.৫৫	১ (১০০%)	০.৫৫ (১০০%)
	(চ) আসবাবপত্র	থোক	-	০.৫০	-	০.৩৯ (৭০.৯১%)
	(ছ) বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	কিঃ মিঃ	৪৩.৭৫	৩৫.০০	৪৫.০০ (১০২.৮৬%)	৩৫.০০ (১০০%)
	(জ) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	৭৫.০০	২৭৩৭.৫০	৮৫.২৮ (১১৩.৭১ %)	৩০০১.১৭ (১০৯.৬৩%)
	(ঝ) উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৩৮০.০০	৭৬০.০০	৪৮৮.৫০ (১২৮.৫৫%)	৯০২.৪৪ (১১৮.৭৪%)
	(ঞ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	১৭৬.০০	৫১৯২.০০	১৫৪.৯৯ (৮৮.০৬ %)	৪৯৪৫.০৮ (৯৫.২৪%)
	(ট) ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৩৫০.০০	৫৯৫.০০	৩৪৪.০০ (৯৮.২৮ %)	৫৬২.২৩ (৯৪.৪৯%)
	(ঠ) গ্রোথ সেন্টার	সংখ্যা	৩	১২০.০০	৩ (১০০%)	৮৪.৩১ (৭০.২৮%)
	(ড) মিডটার্ম রিভিউ	থোক	-	৪.৬৪	-	০.০০

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(ঢ) এক্সটারনাল অডিটিং	থোক	-	৮.৫০	-	৫.৩৪ (৬২.৮২%)
	(ণ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	-	৬৩.৪০	-	১.৬৬ (২.৬২%)
	উপমোট (মূলধন):			৯৭৩৮.৯৯		৯৭৫৯.৬৭
	মোট (আইডিবি অংশ):			**১০০৩১.৬০**		**১০০৪১.৩৫**
	সর্বমোট (১০০% জিওবি + আইডিবি):		**১০০%**	**১৭৯৪৪.৬০**	**১০০%**	**১৭৮৭৭.৩৭ (৯৯.৬৩%)**

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের অধীনে জিওবি অংশে ১৮.৩৫ কিঃমিঃ বৃক্ষরোপণ, ৩.৪৮ কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক, ১১.৮০ মিঃ ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (বন্যা পুনর্বাসন), ৪.৪৮৫ কিঃমিঃ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়কে মাটির কাজ (বন্যা পুনর্বাসন) এবং আইডিবি অংশে ২১.০১ কিঃমিঃ ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ও ৬.০০ মিটার ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ কাজ করা হয়নি। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে প্রকল্পের অন্যান্য কিছু কিছু অংগে সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত বাস্তব কাজ করায় ঐ সমস্ত অংগে বেশী অর্থ ব্যয় হয়েছে বিধায় বর্ণিত কাজগুলো করা সম্ভব হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** গ্রামীণ অবকাঠামোর অপ্রতুলতাকে সার্বিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে আইডিবি সহায়তায় বাস্তবায়িত ''পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩: অবকাঠামো, বৃহত্তর সিলেট জেলা'' এবং চলমান ''সিলেট বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় নির্দিষ্ট কিছু উপজেলা/ইউনিয়ন সড়কের উন্নয়ন, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন করা হয়। কিন্তু এতদঞ্চলের চাহিদা এবং প্রয়োজনের তুলনায় উল্লিখিত প্রকল্পসমূহে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম ছিল অপ্রতুল। তাই বৃহত্তর সিলেট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন, উপজেলা/ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ (ক) সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ এবং ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গ্রোথ সেন্টারগুলোর সহিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (খ) গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে পলল্লী অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনয়ন তথা প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; (গ) প্রকল্পের আওতায় সড়কসমূহের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন এবং (ঘ) পলল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও প্রকল্পটির বিভিন্ন অংগের কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ ভুমিহীন ও প্রামিন্মক চাষীদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** ''সিলেট বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২য় পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৪ হতে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন জন্য গত ২৫/০৮/২০০৪ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের অনুকুলে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ পাওয়ায় প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫০০.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণপূর্বক জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ১০/০১/২০০৮ তারিখে 'ডিপিইসি' সভায় সুপারিশকৃত হয়। ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে সংশোধিত ডিপিপি ১১/০৩/২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার, পলল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে টাকাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ভৌত অবকাঠামো হ্রাস/বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৯৪৪.৬০ লক্ষ টাকায় (জিওবি ১০৯৫৮.৪৬ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য (IDB) ৬৯৮৬.১৪ লক্ষ টাকা) পুনঃনির্ধারণপূর্বক জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ১৩/০৯/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা

মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

আইএমইডি কর্তৃক গত ০৩/০২/২০১০ তারিখে সিলেট এবং ০৪/০২/২০১০ তারিখে মৌলভীবাজার জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৮.১। **সিলেটঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ২টি সড়ক ও ২টি ব্রীজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত ২টি সড়ক ও ২টি ব্রীজের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) চুক্তিকৃত মূল্য (খ) ব্যয় (গ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১) (২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। দরবেশ বাজার জিসি-রাপ্রাসাদ-চরিকাটা ইউপি সড়ক উন্নয়ন খ) ১৫০০মিঃ	ক) ৩৭.৩৭ খ) ৩৭.৩৭ গ) ১০০%	ক) ০১/১২/২০০৭ খ) ৩০/০৫/২০০৮ গ) শিবাব্রত ভৌমিক	২০০০-৩৫০০ মিটার চেইনেজে সড়কটি নির্মিত হয়েছে। এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক। ডিজাইন অনুযায়ী প্রশস্ততা ১০ ফুট মানে তৈরী করা হয়েছে এবং সারফেস-এর ক্যাম্বার ৩% দেখা গেছে। সড়কটির বেশ কয়েকটি জায়গায় উঁচু/নিচু দেখা যায়। কার্পেটিং করার সময় সড়কের লেভেল রাখার বিষয়ে কর্তৃপক্ষক্ষর সজাগ থাকা প্রয়োজন ছিল।
২। দরনাস জিসি-রামপ্রাসাদ- চরিকাটা ইউপি সড়কে ব্রীজ নির্মাণ খ) ১৮.০০মিঃ	ক) ৩৫.৩৭ খ) ৩৫.৩৭ গ) ১০০%	ক) ০১/১২/২০০৭ খ) ৩০/০৫/২০০৮ গ) শিবাব্রত ভৌমিক	এক স্প্যান বিশিষ্ট ১৮ মিটার দীর্ঘ এ ব্রীজটির ১০০% নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং দু'পাশে সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়েছে। সড়কটির কাজের মান বাহ্যিকভাবে সমেন্তাষজনক।
৩। সালুটিকার সাহেবের বাজার- হরিপুর সড়কে ব্রীজ নির্মাণ খ) ৩০.০০মিঃ	ক) ৮১.১৪ খ) ৮১.১২ গ) ১০০%	ক) ২৪/১১/২০০৮ খ) ২৫/১১/২০০৯ গ) এম.এস. মোঃ জাহেদ ইকবাল	সালুটিকার-সাহেবের বাজার-হরিপুর সড়কের ২১৫১ মিটার চেইনেজে ৩০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মিত হয়েছে। সেতুটিতে মোট ১টি স্প্যান ও দুই পাশে wing wall রয়েছে। সেতুটির দুই পাশের এ্যাপ্রোচ সড়ক কাঁচা রয়েছে। সেতু নির্মাণের চুক্তিতে এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের সংস্থান ছিলনা বিধায় সেতুটির কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরও যানবাহন স্বাভাবিক চলাচল ব্যহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে সেতু নির্মাণের চুক্তিতে এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের সংস্থান রাখা যৌক্তিক হবে।
৪। দরবেশ বাজার জিসি-রামপ্রাসাদ-চরিকাটা ইউপি সড়ক উন্নয়ন খ) ২০১৮ মিঃ	ক) ৫৪.৩৫ খ) ৫৪.৩৫ গ) ১০০%	ক) খ) ০৯/১২/২০০৯ গ) শরিফ উদ্দিন আহম্মেদ	৩৫০০-৫৫১৮ মিটার চেইনেজে সড়কটি নির্মিত হয়েছে। এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক যার প্রশস্ততা ১০ ফুট। সড়কের দু'পাশে মাটির সোল্ডার সঠিক মানে পাওয়া গেছে। সড়কটি গ্রোথ সেন্টার ও ইউনিয়ন পরিষদেও মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে।

৮.২। **মৌলভীবাজার জেলাঃ** এ জেলায় সম্পাদিত কাজের আওতায় ৫টি সড়ক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত সড়কগুলোর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) **ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম**	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। বারুনা বাজার-বারুনা মাদ্রাসা সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৩২৫০-৩৮৫০ মিঃ) খ) ৬০০মিঃ	ক) ৫৬.২৪ খ) ৫৬.১৫ গ) ৫৫.৬৬ ঘ) ১০০%	ক) ০৫/০১/২০০৮ খ) ১৫/০১/২০০৯ গ) এম.এস. নাইম প্রকৌশলী	সড়ক ৩টি একটি প্যাকেজে কার্যাদেশ প্রদান ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এগুলো গ্রামীণ সড়ক যার প্রশস্ততা ৮ ফুট মানে তৈরী করা হয়েছে। সড়কে সঠিকমাত্রায় sloping বজায় রাখা হয়েছে বিধায় পানি জমে সড়কের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। সড়কের বর্তমান অবস্থা সমেত্মাষজনক।
২। সাতগাওন-খায়রুজ্জামান সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৫০০-২০০০ মিঃ) খ) ১৫০০ মিঃ			
৩। লাচনা-মির্জাপুর সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ১০০০-২০০০মিঃ) খ) ১০০০ মিঃ			
৪। রঘুনাথপুর-সিন্দুরখান ইউপি অফিস সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ০০-১৬৫০ মিঃ) খ) ১৬৫০ মিঃ	ক) ৯২.২০ খ) ৮৪.৬৩ গ) ৭৭.৭৮ ঘ) ১০০%	ক) ০৪/০১/২০০৮ খ) ১৫/০১/২০০৯ গ) তোফায়েল আহম্মেদ	সড়ক ২টি একটি প্যাকেজে কার্যাদেশ প্রদান ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সড়ক দু'টি ইউনিয়ন সড়ক যার প্রশস্ততা ১০ ফুট দেখা গেছে। সড়কের দু'পাশে মাটির সোল্ডার রয়েছে। তবে কোন কোন স্থানে সোল্ডার কম দেখা গেছে। সড়কের বর্তমান অবস্থা সমেত্মাষজনক।
৫। লাইয়ারকুল-সাতগাওন সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৭৭৫-১৬৩০ মিঃ) খ) ৮৬০ মিঃ			

৯। **<u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি</u>**

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৭৮৭৭.৩৭ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৬২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৪-২০০৫	৯০০.০০	৯০০.০০	০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	০.০০	০.০০
২০০৫-২০০৬	২৩০০.০০	২০০০.০০	৩০০.০০	২০০৩.৬৫	১৯৯৪.১৬	১৯৯০.৫৮	৩.৫৮	৯.৪৭
২০০৬-২০০৭	৪০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩৭৫৮.৯৩	৩৫২৪.০৮	১৯৯৫.৮০	১৫২৮.২৮	২৩৪.৮৫
২০০৭-২০০৮	৪৭০০.০০	২১০০.০০	২৬০০.০০	৪৩৯৫.৭৪	৪১৬১.৮০	২০৮৭.২৮	২০৭৪.৫২	২৩৩.৯৪
২০০৮-২০০৯	৫২৮২.০০	৩১১৪.০০	২১৬৮.০০	৫১৬৮.০৯	৫১৭৫.৩৯	৩০৪৭.২৬	২১২৮.১৩	-৭.৩০
২০০৯-২০১০	২১৯০.০০	৯৩৮.০০	১২৫২.০০	২১৮২.৯৬	২১২১.৯৪	৮৯৬.৯৪	১২২৫.০০	৬১.০২
মোটঃ	**১৯৩৭২.০০**	**১১০৫২.০০**	**৮৩২০.০০**	**১৮৪০৯.৩৭**	**১৭৮৭৭.৩৭**	**১০৯১৭.৮৬**	**৬৯৫৯.৫১**	**৫৩৯.২৮**

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

উপরের সারণী হতে দেখা যায়- বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ১৯৩৭২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ মোট প্রকল্প ব্যয়ের চেয়ে ১৪২৭.৬০ লক্ষ টাকা বেশী) ও ১৮৪০৯.৩৭ লক্ষ টাকা অবমুক্ত (অবমুক্তকৃত অর্থ মোট প্রকল্প ব্যয়ের চেয়ে ৪৬৪.৭৭ লক্ষ টাকা বেশী) করা হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৭৮৭৭.৩৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ৫৩৯.২৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে উক্ত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্য সংস্থার নিকট থেকে পাওয়া যায়নি। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৫১৬৮.০৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয়

দেখানো হয়েছে ৫১৭৫.৩৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ উক্ত অর্থবছরে অবমুক্ত অর্থ অপেক্ষা ৭.৩০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে।

১০। **উপকারভোগীদের মতামত**

প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের (beneficiaries) সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট, ইউনিয়ন পরিষদ নির্মাণ/উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হাইওয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি তাদের সময়েরও সাশ্রয় হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়ত সহজতর হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য**

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) পর্যায়ক্রমে ২জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলঃ

নাম ও পদবী	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব		যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন		
জনাম মোঃ লোকমান হাকিম প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	০১/০৭/২০০৪	০৯/০৮/২০০৫
জনাব পি.কে. চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	১০/০৮/২০০৫	৩০/০৮/২০১০

১২। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য**

পরিদর্শিত জেলাগুলোর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(ক) সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ এবং ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গ্রোথ সেন্টারগুলোর সহিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (খ) গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে পলস্নী অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনায়ন তথা প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; (গ) প্রকল্পের আওতায় সড়কসমূহের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন; এবং (ঘ) পলস্নী অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও প্রকল্পটির বিভিন্ন অংগের কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ ভুমিহীন ও প্রামিত্মক চাষীদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পটির মাধ্যমে সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সহজ ও পরিবহণ ব্যয় হ্রাস, প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ**

প্রযোজ্য নয়।

১৫। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৫.১। **ডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও অর্থ ব্যয় করা** : অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা প্রকল্পের কোন কোন অংগে অতিরিক্ত বাস্তব কাজ ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। যেমনঃ জিওবি অংশে ৪৯৬.০০ লক্ষ টাকায় ২৪৮.০০ মিটার উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ৮৪৩.৪২ লক্ষ টাকা (৩৪৭.৪২ লক্ষ টাকা বেশী) ব্যয়ে ৪৮২.২০ মিটার (২৩৪.২০ মিঃ বেশী) ব্রীজ/কালভার্ট, ৭৫০.০০ লক্ষ টাকায় ৫০০.০০ মিঃ ইউনিয়ন সড়কে ব্রী/কালভার্ট নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ৯৫৬.৫২ লক্ষ টাকায় (২০৬.৫২ লক্ষ টাকা বেশী) ৭৩০.৮০ মিঃ (২৩০.৮০ মিঃ বেশী) ব্রীজ/কালভার্ট, ২৪০.০০ লক্ষ টাকায় ১২.০০ কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক (বন্যা পুনর্বাসন-২০০৭) নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ২৪৭.০৬ লক্ষ টাকায় (৭.০৬ লক্ষ টাকা বেশী) ২০.১৪৫ কিঃমিঃ

(৮.১৫৫ কিঃমিঃ বেশী) নির্মাণ, ৩২৫.০০ লক্ষ টাকায় ২৫.০০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের (বন্যা পুনর্বাসন-২০০৭) সংস্থানের বিপরীতে ৩৮৮.৮৪ লক্ষ টাকায় (৬৩.৮৪ লক্ষ টাকা বেশী) ৬৪.৯২৭ কিঃমিঃ (৯.৯২৭ কিঃমিঃ বেশী) সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া আইডিবি অংশে ২৭৩৭.০০ লক্ষ টাকায় ৭৫.০০ কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক উন্নয়নের সংস্থানের বিপরীতে ৩০০১.১৭ লক্ষ টাকায় (২৬৩.৬৭ লক্ষ টাকা বেশী) ৮৫.২৮ কিঃমিঃ (১০.২৮ কিঃমিঃ বেশী) সড়ক নির্মাণ এবং ৭৬০.০০ লক্ষ টাকায় ৩৮০.০০ মিঃ উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ৯০২.৪৪ লক্ষ টাকায় (৪১৩.৯৪ লক্ষ টাকা বেশী) ৪৮৮.৫০ মিঃ (১০৮.৫ মিঃ বেশী) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষক্ষর অনুমোদন ব্যতিত অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত বাস্তব কাজ ও অর্থ ব্যয় শৃংখলা পরিপন্থী।

১৫.২। **২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে অবমুক্তকৃত অর্থ হতে অতিরিক্ত ব্যয় এবং বিভিন্ন অর্থবছরে অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদান :** স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- পিসিআর-এর পৃষ্ঠা-৮, অনুচ্ছেদ-০১ এ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে অর্থ অবমুক্ত দেখানো হয়েছে ৫১৬৮.০৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় দেখানো হয়েছে ৫১৭৫.৩৯ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে (৫১৬৮.০৯ - ৫১৭৫.৩৯) = ৭.৩০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় দেখানো হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্থের যোগান কিভাবে সম্ভব তা বোধগম্য নয়। অন্যদিকে, প্রকল্পের শুরু (২০০৪-২০০৫) হতে শেষ পর্যন্ত (২০০৯-২০১০) বিভিন্ন অর্থবছরে মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৮৪০৯.৩৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় করা হয়েছে ১৭৮৭৭.৩৭ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন অর্থবছরে (২০০৮-২০০৯ অর্থবছর ব্যতীত) মোট অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫৩৯.২৭ লক্ষ টাকা। এ অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থ নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংস্থার নিকট থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৫.৩। **সালুটিকর সাহেবের বাজার- হরিপুর সড়কে ৩০ মিটার ব্রীজ নির্মাণ** : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দীর্ঘ ৩০ মিটার এ ব্রীজটির নির্মাণ চুক্তিতে দু'পাশে এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের সংস্থান না থাকায় এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা হয়নি। ব্রীজটির দু'পাশের এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ না করায় ব্রীজটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যহত তথা যানবাহন চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে।

১৫.৪। **প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব (Time Over-run):** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ২৫/০৮/২০০৪ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারন করা হয় ৪ বছর (২০০৪-২০০৫ হতে ২০০৭-২০০৮ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে ২ বার প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং জুন,২০১০ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৬ বছর সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ২ বছর বেশী (৫০%)। ৪ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ৫০% বেশী সময় ব্যয়ে বাস্তবায়ন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন বাস্তবায়ন ব্যয় কম হতো অন্যদিকে জনগন সঠিক সময়ে এর সুফল ভোগ করতে পারত।

১৬। **সুপারিশঃ**

১৬.১। অতিরিক্ত ভৌত কাজ বাস্তবায়ন (সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট) এবং অর্থ ব্যয় সমীচীন হয়নি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত অতিরিক্ত সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। স্থানীয় সরকার বিভাগ এ অতিরিক্ত কাজ ও ব্যয়ের যৌক্তিকতা প্রদান করতে পারে। তাছাড়া ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ধরণের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৫.১)।

১৬.২। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে অবমুক্তকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে স্থানীয় সরকার বিভাগ আইএমইডি ও অর্থ বিভাগকে জানাতে পারে। তাছাড়া প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থ (৫৩৯.২৮ লক্ষ টাকা) যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা তা স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে (অনুচ্ছেদ- ১৫.২)।

১৬.৩। সালুটিকার সাহেবের বাজার- হরিপুর সড়কে ৩০ মিটার দীর্ঘ এ ব্রীজটির দু'পাশে এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা হয়নি বিধায় ব্রীজ নির্মাণের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। ব্রীজটি পূর্ণাঙ্গরূপে সচল করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৫.৩)।

১৬.৪। আলোচ্য প্রকল্পে অস্বাভাবিক টাইম ওভাররান (২ বছর) মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১৫.৪)।

বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২০০০০.০০	২১৫০৬.২৭	২১৩০১.৫১	জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০০৭	জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০১০	১৩০১.৫২ (৬.৫১%)	৩ বছর (৬০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	**পূর্ত কাজঃ**					
(ক)	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৫৮৮.৭৭	১৫০৩৩.২৬	৭৪০.০০ (১২৫.৬৮%)	১৫০৩৩.৫২ (১০০%)
(খ)	ইউনিয়ন সড়কের উপর সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	২০০০.০০	১৮৯০.০০	২০৫৭.৩৩ (১০২.৮৭%)	১৮৯০.০০ (৯১.৮৭%)
(গ)	ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্সক্স ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	৯৩৫.০০	২৫ (৮৩.৩৩%)	৯১১.৩১ (৯৭.৭৪%)
(ঘ)	হাট-বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	২৬	৪৪৫.০০	২৪ (৯২.৩১%)	৪০৯.৯১ (৯২.১১%)
(ঙ)	**বৃক্ষরোপণ**	কিঃমিঃ	১১২.০০	৯৪.০০	১১১.৫৫ (৯৯.৬০%)	৯১.০০ (৯৬.৮১%)
(চ)	জনবল	সংখ্যা	৫	২৯.৯৯	৫ (১০০%)	২৬.৩৯ (৮৭.৯৯%)
(ছ)	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস এবং ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৮	৯.৯৯	৮ (১০০%)	৯.৯৯ (১০০%)
(জ)	আসবাবপত্র	থোক	-	৫.৪০	-	৫.৪০ (১০০%)
(ঝ)	অফিস কন্টিনজেন্সী	থোক	-	৮৪.৫৩	-	৮২.৮৭ (৯৮.০৪%)
২।	**বন্যা পুনর্বাসন-২০০৭**					
(ক)	সড়ক পুনর্বাসন	কিঃমিঃ	২৩৫.০০	২৮১৩.০০	১৯৯.২০ (৮৪.৭৬%)	২৮০০.২১ (৯৯.৫৪%)

(খ)	ব্রীজ/কালভার্ট পুনর্বাসন	মিটার	২১০.০০	১৬৫.৮৩	৪৭.০০ (২২.৩৮%)	৪০.৯১ (২৪.৬৭%)
	সর্বমোটঃ		১০০%	২১৫০৬.০০	৯৯.১০%	২১৩০১.৫১ (৯৯.০৫%)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের অধীনে ৫টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ২টি বাজারের নির্মাণ, ৩৫.৮০ কিঃমিঃ সড়ক পুনর্বাসন ও ১৬৩ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট পুনর্বাসন পুনর্বাসন (২০০৭ সালের বন্যা) কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে, জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ইউপি কমপেক্সক্স ভবন ও বাজার নির্মাণ সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অন্যান্য প্রকল্পের সাথে পুনর্বাসন কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার এবং মালামালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্পূর্ণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বিশ্বব্যাংক ও এসডিসি'র সহায়তায় পলস্নী উন্নয়ন প্রকল্প-১১ এর অধীনে সীমিত সংখ্যক উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এ ৮টি জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নকল্পে এ যাবৎ গৃহীত কর্মসূচী প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া পলস্নী এলাকার দারিদ্রের সাথে জড়িত আছে ভুমিহীনতা, অকৃষি খাতের অনগ্রসরতা, বেকারত্ব নিম্ন সঞ্চয় ও ঋণ প্রাপ্তির অপ্রতুলতা। বর্ণিত অবস্থা নিরসনকল্পে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নপূর্বক অর্থনীতির বিকাশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষক্ষ্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ

(ক) পলস্নী এলাকায় সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (খ) পরিবহণ ব্যয় হ্রাস ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রদান; (গ) বন্যা দূর্গত এলাকায় সম্পদ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো; (ঘ) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন; (ঙ) প্রকল্পের কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে মহিলাসহ উপকারভোগী ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি; (চ) প্রকল্প এলাকায় মহিলাদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা এবং (ছ) ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা, ব্রীজ ও কালভার্টসমূহ পুনর্বাসন করা।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** প্রকল্পটির মূল পিসিপি ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ০৩/০৪/২০০৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত পিসিপি'র উপর গত ২২/০৫/২০০৪ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪/০৭/২০০৪ তারিখে পিপি অনুমোদিত হয় এবং মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০২-২০০৩ হতে ২০০৬-২০০৭ পর্যন্ত। এডিপি বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষ মেয়াদকাল জুন,২০০৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে ১৫০৬.২৭ লক্ষ টাকা অন্তর্ভূক্ত করে মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধি সাপেক্ষে বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি গত ২৫/১১/২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিশেষ সংশোধিত প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৫০৬.২৭ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০২-২০০৩ হতে ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদকাল পুনরায় ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। গত ১০/০২/২০১০ তারিখে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মোট প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে আন্তখাত সমন্বয়পূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং জুন, ২০১০ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক গত ২৭/০৪/২০১১ তারিখে রাজশাহী, ২৮/০৪/২০১১ তারিখে নওগাঁ, ১৪ ও ১৫/০৭/২০১১ তারিখে বগুড়া জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৯.১। **রাজশাহী জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক-এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১) (২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। ক) বেজোড়া হতে বাতাস মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন (পবা উপজেলা) খ) ৬৭০ মিঃ	ক) ১৫.০০ খ) ১৪.৪৯ গ) ১৪.৩৮ ঘ) ১০০%	ক) ১৩/১১/২০০৬ খ) ১৭/০২/২০০৭ গ) মেসার্স পদ্মা ট্রেডার্স	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। অনুমোদিত ডিপিপিতে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের সংস্থান না থাকলেও বহির্ভূতভাবে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির কিছু কিছু জায়গায় সোল্ডার কম দেখা গেছে এবং অনেকাংশে কার্পেটিং উঠে গেছে।
২। ক) বেজোড়া হতে সাহাপুর সড়ক উন্নয়ন (পবা উপজেলা) খ) ৬৭০ মিঃ	ক) ১৫.০০ খ) ১৪.২৪ গ) ১৪.০৩ ঘ) ১০০%	ক) ১৩/১১/২০০৬ খ) ১৭/০২/২০০৭ গ) মেসার্স পদ্মা ট্রেডার্স	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটির কিছু কিছু জায়গায় সোল্ডার কম দেখা গেছে এবং অনেকাংশে কার্পেটিং উঠে গেছে।
৩। ক) মধুপুর আরএন্ডএইচ হতে মুরারীপুর পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন (পবা উপজেলা) খ) ১০২০ মিঃ	ক) ২০.০০ খ) ১৯.০০ গ) ১৮.৯৪ ঘ) ১০০%	ক) ২৪/১২/২০০২ খ) ৩১/০৩/২০০৩ গ) মেসার্স রাজ্জাক এন্টারপ্রাইজ	এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক। নির্মিত সড়কটির দু'একটি জায়গায় কার্পেটিং উঠে গেছে। দু'পাশে মাটির সোল্ডার সঠিক মাত্রায় দেখা গেছে।

৯.২। **নওগাঁ জেলা :** এ জেলায় সম্পাদিত কাজের আওতায় ৪টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত সড়ক-এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) চাংলা-শেরপুর সড়ক উন্নয়ন (বদলগাছি উপজেলা) (চেইঃ ১১০২-১৭৫৯ মিঃ) খ) ৬৫৭ মিঃ	ক) ৭.৮৫ খ) ৭.৮২ গ) ৭.৮২ ঘ) ১০০%	ক) ০৯/০২/২০০৯ খ) ১৪/০৫/২০০৯ গ) মোঃ গোলাম কিবরিয়া	এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখে কার্যাদেশ বাতিল করা হয় এবং পরবর্তীতে অসমাপ্ত অংশের নির্মাণ কাজ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সড়কটির প্রশস্ততা ঠিক থাকলেও কোথায়ও কোথায়ও সোল্ডার কম এবং কার্পেটিং অংশ অমসৃণ দেখা গেছে।
২। ক) শৈলগাছি এফআরবি- শৈলগাছি বাজার ওয়াবদা বাঁধ সড়ক (সদর উপজেলা) (চেইঃ ০০-৭৬৮.৭০ মিঃ) খ) ৭৬৮.৭০ মিঃ	ক) ৮.২১ খ) ৮.২১ গ) ৮.২১ ঘ) ১০০%	ক) ২৫/০১/২০০৯ খ) ১৪/০৫/২০০৯ গ) এম/এস চোহান ট্রেডার্স	এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখে কার্যাদেশ বাতিল করা হয় এবং পরবর্তীতে অসমাপ্ত অংশের নির্মাণ কাজ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়কটির নির্মাণ কাজ সমেত্মাষজনক বলে মনে হয়েছে।
৩। ক) ফতেপুর এফআরবি- ট্যাপাগাড়ী	ক) ১৭.৬৬ খ) ১৭.৬৩	ক) ০৮/০২/২০০৯ খ) ১৪/০৫/২০০৯	এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সড়কের পেভমেন্ট ও হার্ড সোল্ডার দেখা

সড়ক উন্নয়ন (সদর উপজেলা) (চেইঃ ৪২০-১৯৬৩ মিঃ) খ) ১৫৪৩ মিঃ	গ) ১৭.৬৩ ঘ) ১০০%	গ) মোঃ গোলাম কিবরিয়া	গেছে। সড়কটির নির্মাণ কাজ সমেত্মাষজনক বলে মনে হয়েছে।
৪। ক) বচনা সড়ক মোড়-ইয়াকুবের বাড়ী হতে হাবিবের বাড়ী সড়ক উন্নয়ন (মহাদেবপুর উপজেলা) (চেইঃ ০০-৫৪০ মিঃ) খ) ৫৪০ মিঃ	ক) ৭.২০ খ) ৭.২০ গ) ৬.৭৪ ঘ) ১০০%	ক) ১৫/০১/২০০৯ খ) ১৪/০৫/২০০৯ গ) মোঃ মহসিন হোসাইন	এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির নির্মাণ কাজ সমেত্মাষজনক বলে মনে হয়েছে।

৯.৩। **<u>বগুড়া জেলা :</u>** এ জেলায় সম্পাদিত কাজের আওতায় ২টি ব্রীজ, ১টি ইউপি কমপেস্নক্স ও ১টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত সড়ক-এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) শিবগঞ্জ হাট সংলগ্ন অর্জুনপুর ঘাটে করতোয়া নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (শিবগঞ্জ উপজেলা) খ) ৬৫মিঃ	ক) ৪৪.৪৭ খ) ৪২.২৪ গ) ৪২.২৪ ঘ) ১০০%	ক) ০৪/০৯/২০০৩ খ) ২৮/০২/২০০৪	১২ ফুট প্রশস্ততায় পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট ৬৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্রীজটি উদ্বোধনকালে নাম ফলকে ''স্বল্প ব্যয়ে গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ'' প্রকল্প থেকে নির্মাণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু সংস্থার অগ্রগতি প্রতিবেদনে সেতুটি অত্র প্রকল্প থেকে নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।
২। ক) করতোয়া নদীর উপর মির্জাপুর ঘাটে ব্রীজ নির্মাণ (শিবগঞ্জ উপজেলা) খ) ৬০মিঃ	ক) ৫০.৪৪ খ) ৫৭.৪০ গ) ৫৭.৪০ ঘ) ১০০%	ক) ১৪/০২/২০০৫ খ) ৩০/১২/২০০৫	পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট ৬০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজটি ২০০৫ সালে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্রীজটির একপাশে এবার্টমেন্ট-এর নিকট মাটি ধসে গেছে এবং ঐ অংশে পেভমেন্ট এ ফাটল ধরেছে। তাছাড়া ব্রীজটির ডেকের উপরের স্তর উঠে গেছে।
৩। ক) বিহার ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবন নির্মাণ (শিবগঞ্জ উপজেলা)	ক) ২৯.৬৭ খ) ৩৪.০৬ গ) ৩৪.০৬ ঘ) ১০০%	ক) ২৭/১২/২০০৪ খ) ২৫/০৬/২০০৫	এ ইউপি কমপ্লেক্সে একটি মূল ভবন (তিন রুম বিশিষ্ট) এবং একটি সম্প্রসারিত ভবন (৭টি রুম) নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির চারপাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই, বৈদ্যুতিক কাজ, ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে। ভবনটিতে কৃষি, আনসার ভিডিপি, ডিপিএইচই, মহিলা সদস্যরুম, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, চিকিৎসা সেবার (মা ও শিশুদের টিকা) জন্য অফিস কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অফিস কক্ষগুলো বিভিন্ন সরকারী সংস্থার লোকজন ব্যবহার করছেন বলে জানা যায়। ভবনের নীচতলার ফ্লোর এর প্লাস্টার স্থানে স্থানে চটে গেছে দেখা যায়। এছাড়া বাহ্যিক

			দৃষ্টিতে নির্মিত ভবনটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।
৪। ক) মালিপাড়া-মহিষাবান পাকা রাস্তা-খোট্রাপাড়া মাদ্রাসা (জালশুকা বাজার-খোট্রাপাড়া মাস্রাসা) সড়ক পুনর্বাসন খ) ১২১০ মিঃ	ক) ৫০.৭৯ খ) ৩৩.৭৭ গ) ৩৩.৭৭ ঘ) ১০০%	ক) ১২/০৩/২০০৯ খ) ২০/০৯/২০০৯	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটি ৮ ফুট প্রশস্ততায় নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির দু'ধারে হার্ড সোল্ডার কম দেখা গেছে এবং কয়েকটি স্থানে Rain cut হয়ে পেভমেন্ট ভেঙ্গে গেছে।

১১। **<u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u>**

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২১৩০১.৫২ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.০৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০২-২০০৩	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৪৯৭.২৫	৪৯৭.১৫	৪৯৭.১৫	-	০.১০
২০০৩-২০০৪	১০০০.০০	১০০০.০০	-	১০০০.০০	৯৯৫.৭৭	৯৯৫.৭৭	-	৪.২৩
২০০৪-২০০৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০	-	৪০০০.০০	৩৯৯২.৯৬	৩৯৯২.৯৬	-	৭.০৪
২০০৫-২০০৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-	৩৫০০.০০	৩৪৯৮.২৪	৩৪৯৮.২৪	-	১.৭৬
২০০৬-২০০৭	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০	-	৪৭০০.০০	৪৬৩৮.০৩	৪৬৩৮.০৩	-	৬১.৯৭
২০০৭-২০০৮	৪০১৬.০০	৪০১৬.০০	-	৪০১৬.০০	২৪৩৫.৮৩	২৪৩৫.৮৩	-	১৫৮০.১৭
২০০৮-২০০৯	৩৩৬২.০০	৩৩৬২.০০	-	৩৩৬২.০০	৩৩৪৬.৫৫	৩৩৪৬.৫৫	-	১৫.৪৫
২০০৯-২০১০	২১০২.০০	২১০২.০০	-	২১০২.০০	১৮৯৬.৯৯	১৮৯৬.৯৯	-	২০৫.০১
মোটঃ	**২৩১৮০.০০**	**২৩১৮০.০০**	**-**	**২৩১৭৭.২৫**	**২১৩০১.৫১**	**২১৩০১.৫১**	**-**	**১৮৭৫.৭৩**

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

উপরের সারণী হতে দেখা যায়- বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ২৩১৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ২১৩০১.৫২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মোট ছাড়কৃত অর্থ ২৩১৭৭.২৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২১৩০১.৫১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ১৮৭৫.৭৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে যা সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

১২। **<u>উপকারভোগীদের মতামতঃ</u>**

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সড়ক, ব্রীজ/কালভাট, ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, হাট-বাজার উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে অনেকটা বেগবান করেছে। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে পরিবহন করাসহ যাতায়াত সহজতর হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১৩। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>** প্রকল্পের শুরু (২০০২-২০০৩) থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) পর্যায়ক্রমে ২ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে (প্রেষণে) নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	০১/০৭/২০০২	০৮/০৪/২০০৩
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	০৮/০৪/২০০৩	৩০/০৬/২০১০

১৪। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ**

পরিদর্শিত রাজশাহী, নওগাঁ ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(ক) পলস্নী এলাকায় সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (খ) পরিবহণ ব্যয় হ্রাস ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রদান; (গ) বন্যা দূর্গত এলাকায় সম্পদ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো; (ঘ) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন; (ঙ) প্রকল্পের কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে মহিলাসহ উপকারভোগী ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি; (চ) প্রকল্প এলাকায় মহিলাদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা এবং (ছ) ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ব্রীজ ও কালভার্টসমূহ পুনর্বাসন করা।	প্রকল্পটির মাধ্যমে সড়ক, ব্রীজ/কালভাট, ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবন নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, হাট-বাজার উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে অনেকটা বেগবান করেছে। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে পরিবহন করাসহ যাতায়াত সহজতর হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৭। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১। **ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ইউপি কমপেস্নক্স ও সড়ক পুনর্বাসন না করাঃ** অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩০টি ইউপি কমপেস্নক্স নির্মাণ বাবদ ৯৩৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে ২৫টি ইউপি কমপেস্নক্স নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫টি ইউপি কমপেস্নক্স নির্মাণ করা হয়নি। এখাতে ৯৭.৭৪% (৯১১.৩১ লক্ষ টাকা) অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ২৩৫.০০ কিঃমিঃ সড়ক পুনর্বাসনের জন্য ২৮১৩.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান। এ সংস্থানের বিপরীতে ১৯৯.২০ কিঃমিঃ (৮৪.৭৬%) সড়ক পুনর্বাসন বাবদ ব্যয় হয়েছে ২৮০০.২১ (৯৯.৫৪%) লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ দু'টি খাতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তব কাজ না হলেও আর্থিক ব্যয় প্রায় শতভাগ।

১৭.২। **ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত সড়ক নির্মাণঃ** অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫৮৮.৭৭ কিঃমিঃ ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের জন্য ১৫০৩৩.২৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়-উক্ত সংস্থানকৃত অর্থে বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫১.২৩ কিঃমিঃ সড়ক বেশী নির্মাণ করা হয়েছে। উলেস্নখ্য, প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের সংস্থান থাকলেও ইউনিয়ন সড়কসহ বেশ কিছু গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষক্ষর অনুমোদন ব্যতিত ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমান ও ভিন্ন ডিজাইনের সড়ক নির্মাণ সমীচীন নয়।

১৭.৩। **স্কীমের নাম অন্তর্ভুক্ত না থাকাঃ** মূল অনুমোদিত প্রকল্পে নির্মিতব্য সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট/বাজার উন্নয়ন কাজের জন্য নির্দিষ্টভাবে স্কীমের নাম উল্লেখ করা হয়নি, শুধু থোক পরিমাণ (কিলোমিটার/মিটার/সংখ্যা) উল্লেখ করা হয়েছে। পিপি অনুমোদন হওয়ার পর এলজিইডি হেড কোয়ার্টার কর্তৃক বিভিন্ন স্কীম নির্বাচন করে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্কীম নির্বাচনপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন না করায় অনেক ক্ষক্ষত্রে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

১৭.৪। **প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব (Time Over-run):** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ০৩/০৪/২০০৪ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারন করা হয় ৫ বছর (২০০২ হতে ২০০৭ পর্যন্ত)। বিভিন্ন কারণে আলোচ্য প্রকল্পে ৩ বছর **Time Over-run** (মূল বাস্তবায়নকালের ৬০%) হয়েছে। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিলম্বিত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিদাধি এলাকার জনগণের নিকট অনেক বিলম্বে পৌঁছেছে।

১৮। **সুপারিশঃ**

১৮.১। ২৫টি ইউপি কমপেস্নক্স (৭৫%) ও ১৯৯.২০ কিঃমিঃ (৮৪.৭৬%) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক পুনর্বাসন করে যথাক্রমে ৯৭.৭৪% ও ৯৯.৫৪% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বাস্তব কাজ কম করে এত অধিক পরিমান অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে। ভবিষ্যতে এহেন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হ'ল (অনুঃ ১৭.১)।

১৮.২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত ডিপিপি সংস্থানের বাইরে বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সমীচীন নয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প

বাস্তবায়নে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমান ও ডিজাইন অনুসরণপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনুঃ ১৭.২)।

১৮.৩। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে সড়ক/ব্রীজ/কালভার্টে/বাজারের গুরুত্ব বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্কীমের তালিকা ডিপিপিতে সংযুক্ত করে প্রকল্প অনুমোদন সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৩)।

১৮.৪। আলোচ্য প্রকল্পে অস্বাভাবিক Time Over-run (৫ বছর) মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার (অনুচ্ছেদ ১৭.৪)।

১৮.৫। ভবিষ্যতে কোন স্কীম (বিশেষ করে সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার) বাস্তবায়নের পর তা চিহ্নিতকরণের সুবিধার্থে বাস্তবায়িত স্কীমে প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল ইত্যাদি সংবলিত নামফলক আবশ্যিকভাবে রাখা সমীচীন হবে।